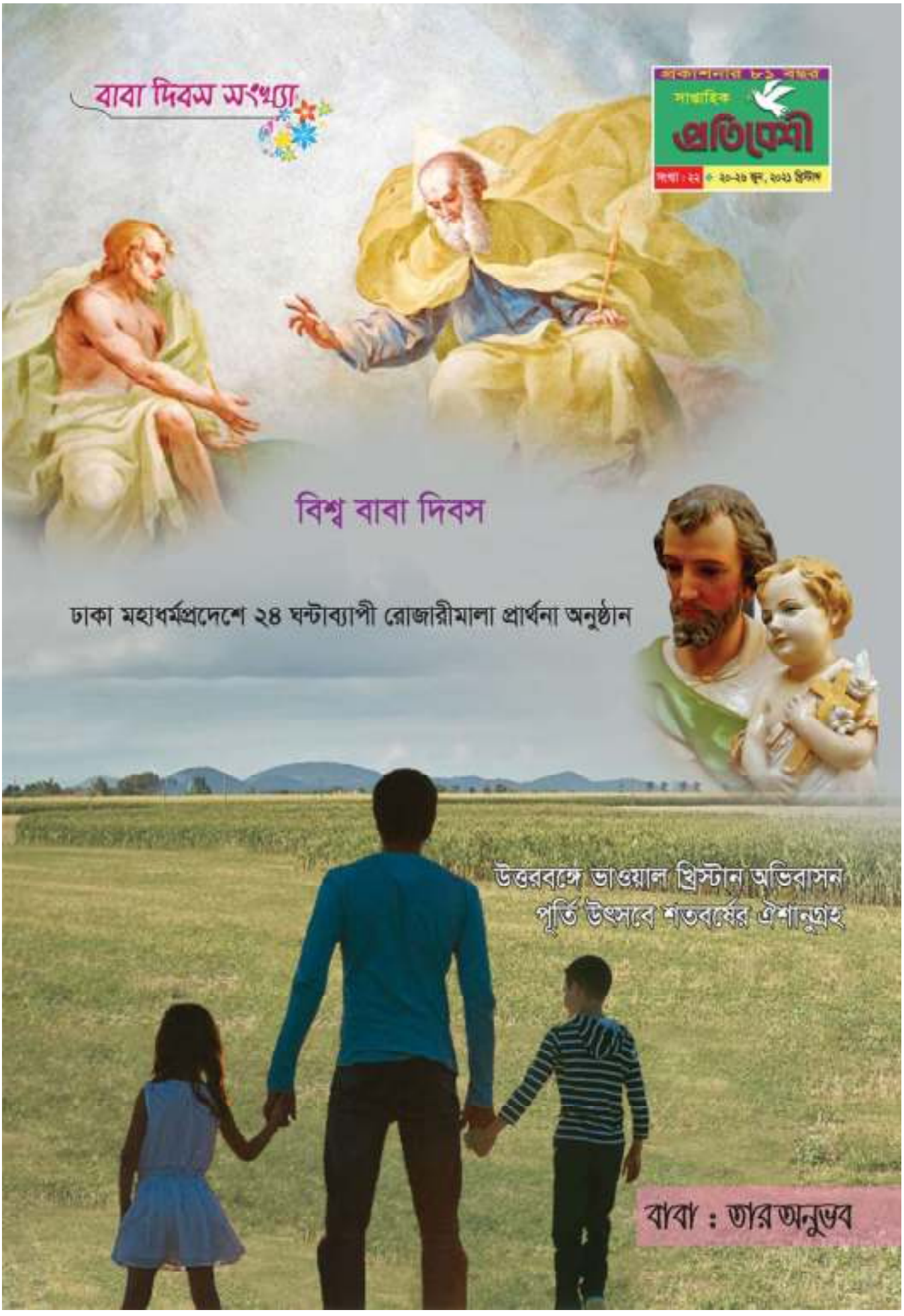

বাবা দিবস সংখ্যা
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
বিশ্ব বাবা দিবস
ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে ২৪ ঘন্টাব্যাপী রোজারীমালা প্রার্থনা অনুষ্ঠান
উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান অভিবাসন
পূর্তি উৎসবে শতবর্ষের ঐশানুগ্রহ
বাবা : তার অনুভব

Sister Marian Teresa Gomes CSC

TENTH ANNIVERSARY OF YOUR JOURNEY TO ETERNAL LIFE
2011-2021
REMEMBERING YOU ♥ MISSING YOU

We remember your caring and affectionate nature. We fondly remember the beautiful stories of events and your life you shared with us while celebrating different festivities at our village home, Holy Cross College, St. Mary's, Whitefish Bay and at Door County where you celebrated your Birthday and Thanksgiving with us in November 2010. We all miss you dearly. You are no longer in our life to share, but you are alwaysin our hearts.

Affectionately Yours,
Lawrence and Suzanne Gomes
Nephews: *Andrew (Eliana) & Jack.*
Nieces: *Emily (fiancé: Daniel), Sara (Brandon), Anjali (Eric).*
Grand Nephews and Grand Nieces: *James, Lian Lawrence, Caroline, Aria, and Elena.*

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ২২
২০ - ২৬ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
০৬ - ১২ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visi: : www.weekly.pra:ibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

বাবার ভালোবাসা ও বাবাকে ভালোবাসা

প্রতি বছর জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বিশ্বে বাবা দিবস পালিত হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে বাংলাদেশেও এর বিস্তৃতি ঘটছে। এ বছর বাবা দিবস উদ্‌যাপিত হবে ২০ জুন। করোনাভাইরাসের প্রকোপে উদ্‌যাপনের ঘনঘটা হয়তো থাকবে না কিন্তু আন্তরিকতার সাথে তা পালনের ব্যত্যয় ঘটবে তা মনে হয় না। পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সবসময়ই পবিত্র কাজ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থও পিতামাতার প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা দেখানো ও তাদের যত্ন দানের কথা বলে থাকে। ইসলাম ধর্মে বলা হয়, পিতামাতার সকল বৈধ আদেশ পালন করা সন্তানের জন্য ফরজ। কারণ তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য স্বর্গ লাভের উপায়। পবিত্র বাইবেলের বেনসিরাখ গ্রন্থে ২:৮ পদে বলা হয়েছে, তোমার কথায়-কাজে তোমার পিতাকে সম্মান কর, যেন পিতার আশীর্বাদ তোমার উপর নেমে আসে। আসলে বাবা মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন তো স্বয়ং স্রষ্টারই ইচ্ছা, তাঁরই আদেশ এবং সর্বজাতির জন্য সর্বমঙ্গলময় একটি নির্দেশনা। খ্রিস্টধর্মে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে বাবা বলে ডেকে বাবাদের স্থানটিকে অনেক ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। ঈশ্বর যিনি আমাদের স্বর্গস্থ পিতা তিনি প্রেমে ভরপুর। তিনি এই জগতে তাঁর সকল সন্তানদের ভালবাসেন ও যত্ন নেন। পিতাদের আদর্শ স্বর্গস্থ পিতা জগতের পিতাদের আহ্বান করেন নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় ও যত্নদানে নিজ নিজ সন্তানদেরকে তাঁর ইচ্ছাতে পরিচালিত করতে। যিশুর পালক পিতা সাধু যোসেফ স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যথাযথভাবে পালনের মধ্যদিয়ে আদর্শ পিতা হয়ে ওঠেছেন। যিনি সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে নিয়েই নিজের সকল স্বার্থ, আরাম আয়েশ, ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে ধন্যা কুমারী মারীয়া ও তার পুত্র যিশুর প্রতি সকল দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। নিজ জীবন সাক্ষ্য দিয়ে যিশুকে ধার্মিকতা, বিশ্বস্থতা, ন্যায্যতা, বাধ্যতার পথে চলতে ও পরিশ্রমী হতে শিক্ষা দিয়েছেন। সাধু যোসেফের আদর্শ অনুসরণ করে বর্তমান প্রজন্মের বাবারাও যেন আদর্শ বাবা হওয়ার সাধনায় প্রচেষ্টা চালায়। তাই এ বছর সাধু যোসেফের বর্ষে বাবা দিবস উদ্‌যাপন হোক পিতার হৃদয়ের সাথে সন্তানের আলাপনের মধ্যদিয়ে। সন্তানের জন্য বাবার ভালোবাসা সীমাহীন। বাবা দিবস ভালবাসাময় বাবার প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাতে এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ এনে দেয়। সন্তানের জন্ম দান থেকে শুরু করে তাকে মানুষ করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার ত্যাগ-তিতিক্ষা, শাসন এবং নিজের স্বাধীনতাটুকু বিসর্জন দেন বাবা। পরিবার ও সন্তান-সন্ততি যেন নিরাপত্তার মধ্যদিয়ে জীবন-যাপন করতে পারেন, তারজন্য একজন বাবা আর্থিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই সন্তান ও পরিবারের নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন। বাবা যেন নিরাপত্তার এক বিশাল বটবৃক্ষ। প্রত্যেক সন্তানই বাবার কাছে আশা করেন আদর, ভালোবাসা, স্নেহ-যত্ন ও সর্বাবস্থায় পাশে থাকা। যে বাবা সন্তান ও পরিবারের বিপদ ও দুর্দিনে পাশে থাকে না সে বাবা জন্মদাতা হলেও পিতা হয়ে উঠতে পারেন না। পিতা বা বাবা প্রতি মুহূর্তে সন্তান ও পরিবারের মঙ্গল এবং সুখের জন্য নিজের স্বার্থ–সুবিধা, সুখ ও প্রয়োজনটা বিসর্জন দেন। একটি পরিবারে একতা ও শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে পিতার ভূমিকা থাকবে সর্বাগ্রে। পরিবারের মধ্যে একজন পিতা সর্বোত্তম প্রচেষ্টা, ঐকান্তিকতা, স্ত্রী সন্তানের প্রতি সহযোগীতা, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধাবোধ দ্বারা প্রতিনিয়তই সংসারকে সুন্দর ও সুখী রাখার চেষ্টা করে।

বাবা হলেন সন্তানের জনক, ধারক ও বাহক সর্বোপরি পরিচালক। তার উদার মনোভাব, প্রেমময় অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহশীল আদর-যত্নে একটি পরিবারে সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে। তাই সেই বাবাকে বিশ্বস্ততার সাথে ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মান করা প্রতিটি সন্তানের অবশ্যই পবিত্র দায়িত্ব। বর্তমানে দেখা যায়, অনেক পরিবারে বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে। বৃদ্ধ বাবাকে বোঝার মতো মনে করে যেনতেন আচরণ করা হচ্ছে। কখনো-কখনো বাবা-মাকে ব্যক্তি থেকে বস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে। তাই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলে দূর করে দিতে চায়। ফলশ্রুতিতে বিভিন্নভাবে উদাসীনতা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে বৃদ্ধ বাবাকে অমানবিক মানসিক কষ্ট দেওয়া হয়। আজকের প্রতিষ্ঠিত সন্তানেরা ভুলে যায়, বাবার আজকের এই শক্তিহীন বাহুই তাকে একসময় শত বিপদ থেকে রক্ষা করেছে এবং বৃদ্ধি পাবার সকল কিছুর যোগান দিয়েছে। বৃদ্ধ বাবা-মার প্রতি সেবা-যত্ন, দেখা-শুনা ও পাশে থাকার মধ্যদিয়ে সন্তানেরা বাবা-মার প্রতি তাদের ভালোবাসা দেখাতে পারে। সন্তান হিসেবে বাবার সেবা-যত্ন নেবার পবিত্র দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। সন্তানের কাছে বৃদ্ধ বাবা-মার সেবাযত্ন পাওয়া দাবি নয় অধিকার।

এবারের বাবা দিবসে নিজেদের বাবাকে (জীবিত/মৃত) পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করি। কোন কারণে বাবাকে আঘাত দিলে ক্ষমা চেয়ে তার কাছে থাকতে ও রাখতে নিজেদেরকে প্রস্তুত করি। প্রত্যেক বাবাকেই পরম পিতা সুস্থ, সুন্দর পবিত্র রাখুক। †

যিশু জেগে উঠে বাতাসকে ধমক দিলেন, ও সমুদ্রকে বললেন, 'শান্ত হও, স্থির হও;' তাতে বাতাস থামল ও মহানিস্তব্ধতা নেমে এল। পরে তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা এত ভীত হচ্ছ কেন? তোমাদের কি এখনও বিশ্বাস হয়নি?' *(মার্ক ৪:৩৯-৪০)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

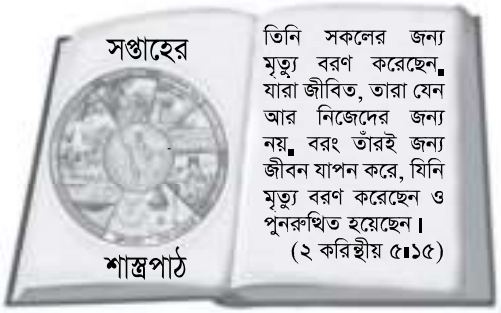

তিনি সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।
(২ করিন্থীয় ৫।১৫)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২০ - ২৬ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২০ জুন, রবিবার
যোব ৩৮: ১, ৮-১১, সাম ১০৬: ২৩-২৬, ২৮-৩১, ২ করি ৫: ১৪-১৭, মার্ক ৪: ৩৫-৪১

২১ জুন, সোমবার
সাধু আলইসিউস গঞ্জাগা, সন্ন্যাসব্রতী-এর স্মরণ দিবস
আদি ১২: ১-৯, সাম ৩৩: ১২-১৩, ১৮-২০, ২২, মথি ৭: ১-৫,
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান
রোমীয় ১২: ১-২, ৯-১৭, ২১, সাম ১৩১: ১-৩, মার্ক ১০: ২৩খ-৩০

২২ জুন, মঙ্গলবার
আদি ১৩: ২, ৫-১৮, সাম ১৫: ২-৫, মথি ৭: ৬, ১২-১৪

২৩ জুন, বুধবার
আদি ১৫: ১-১২, ১৭-১৮, সাম ১০৫: ১-৪, ৬-৯, মথি ৭: ১৫-২০, জেরেমিয়া ১: ৪-১০, সাম ৭১: ১-৬, ১৫, ১৭, ১ পিতর ১: ৮-১২, লুক ১: ৫-১৭

২৪ জুন, বৃহস্পতিবার
২৪ বৃহস্পতিবার দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্মোৎসব, মহাপর্ব
ইসাইয়া ৪৯: ১-৬, সাম ১৩৯: ১-৩ক, ১৩-১৫, শিষ্যচরিত ১৩: ২২-২৬, লুক ১: ৫৭-৬৬, ৮০

২৫ জুন, শুক্রবার
আদি ১৭: ১-৭, ৯-১০, ১৫-২২, সাম ১২৮: ১-৪, ৫ক, ৬খ, মথি ৮: ১-৪

২৬ জুন, শনিবার
মা-মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
আদি ১৮: ১-১৫, সাম লুক ১: ৪৬-৫০, ৫৩-৫৫, মথি ৮: ৫-১৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২০ জুন, রবিবার
+ ১৯৬৭ ফাদার আঞ্জেলো দেল কর্ণো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ ফাদার লুইজি পিনুস পিমে (রাজশাহী)
+ ২০১৮ ফাদার শ্যামল এল. রেগো (ঢাকা)

২১ জুন, সোমবার
+ ১৯৬৭ ফাদার খ্রীষ্টফার ব্রুণ্ড সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬৮ ফাদার ক্যারেন্স লী (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৭ সিস্টার মেরী ক্ল্যার এসএমআরএ (ঢাকা)

২৩ জুন, বুধবার
+ ২০০৭ সিস্টার মেরী গ্রেস এমএমআরএ (ঢাকা)

২৫ জুন, শুক্রবার
+ ১৯৪৪ সিস্টার পেলাজি আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৪ ফাদার মাইকেল বিয়াক্কি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ সিস্টার রেনাতা আন্তেজিয়ানো ওএসএল (খুলনা)
+ ২০০৪ সিস্টার ভিনসেন্সা হালদার এসসি (খুলনা)
+ ২০১১ সিস্টার মারিয়ান তেরেসা সিএসসি (ঢাকা)

২৬ জুন, শনিবার
+ ১৯৭৬ ফাদার যোসেফ পেরুমাত্তাম (ঢাকা)
+ ২০২০ সিস্টার পল তেরেজা গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)

পিতা-মাতার প্রতি আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করবেন। জানি না কেমন আছেন বয়স্ক ভাই-বোনেরা। প্রার্থনা করি করুণাময় সৃষ্টিকর্তা সবাইকে ভালো এবং সুস্থ রাখুন। সম্প্রতি পত্রিকার একটি সংবাদ ছিল "শহরের মধ্যবিত্তদের মধ্যে বৃদ্ধাশ্রমে থাকার প্রবণতা বাড়ছে। এমন প্রবণতা ভাল বা মন্দ, সেই প্রসঙ্গে না গিয়েও বলা যায় ব্যাপারটা দুঃখজনক। সমাজ ব্যবস্থায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের যেন কোন স্থান নেই, বরং উদ্বৃত্ত বলেই গণ্য করা হয়। মানবিক দৃষ্টিতে এমন নিষ্ঠুরতা তুলনা হয় না যে মানুষ কত সাধ, কত আশা নিয়ে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নিঃশেষ করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে স্বপ্নের সংসার গড়ে তুলেছিল, আজ জীবনের এই অন্ত-লগ্নে এসে তারা বড়ই অসহায়। আজ সে জীবনসঙ্গী হারা, পুত্র-কন্যা পরিত্যক্ত, সমাজে অপাংক্তেয়, নিঃসঙ্গ একা আজ তার আর কোন স্বপ্ন নেই, কোন সামর্থ্যও নেই।

দেশ-বিদেশে বসবাসরত/কর্মরত ভাই-বোনদের সহযোগিতায় কিংবা সংগঠনের মাধ্যমে ফাণ্ড গঠন করে নিপীড়িত, অবহেলিত এবং দুঃস্থ পিতৃ-মাতৃ তুল্যদের (SENIOR CITIZEN) কল্যাণে একটি আবাসস্থল তৈরী করা যায় আমি বিশ্বস করি। এই আবাসস্থল তৈরী কোনো এককের প্রচেষ্টায় না হয়ে বরং সমবায় সমিতির মাধ্যমে হলে ভাল হয় । সমবায়ী মনোভাবাপন্ন সদস্যগণের সহভাগিতা এবং সহযোগিতায় আবাসস্থল তৈরী হলে সমবায় নীতিমালানুযায়ী পরিচালক মণ্ডলী দ্বারা প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। কেননা সকল সদস্যগণই হবে এর অংশীদার। সমাজের দানশীল ব্যক্তি কিংবা সমবায় সমিতির সম্মানিত সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অবহেলিত দুঃস্থদের জন্য একটি "সুখী নীড়" নির্মাণ করা যেতে পারে। পরবর্তীতে পরিচালনা খরচের জন্য সমিতির সদস্যগণের সম্মতিক্রমে সমিতির বাৎসরিক নীট লাভের কিছু অংশ উক্ত ফাণ্ডে জমা হতে পারে।

শ্রদ্ধেয় ফাদার ইয়াং এর প্রেরণায় সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ নিজেদের আর্থিক উন্নয়নে স্বাবলম্বী হয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু একা ভাল থাকা নিরাপদ নয় বিধায় সহ-অবস্থানে অন্যকেও ভাল রাখতে যুক্তিযোগ্য চিন্তাধারায় ভাল পরিবেশ গড়ে তোলা একজন সু-নাগরিকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্টের সহযোগিতায় একটি বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণে "প্রতিবেশীকে ভালবাসো" কথাটির স্বার্থকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কেননা নির্মিত বৃদ্ধাশ্রমে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে অগণিত মানুষের সেবা প্রদানে ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসিত হবে। হাউজিং সোসাইটির পুবাইল-১নং প্রকল্প ক্রয়কৃত জমি ২৫ বছর পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেনি। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ক্ষমতাবানের ইশারায় যে কোন মুহূর্তে জমি অধিগ্রহণে ঝামেলামুক্ত করার ব্যয়ভার ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।

সোসাইটির পুবাইল ১নং প্রকল্পে চার্চ কমিউনিটি সেন্টারের জন্য ২৫.১৬ শতাংশ জমি আছে। মহামান্য আর্চবিশপ মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সেখানে গির্জাঘর এবং বৃদ্ধাশ্রম দুটোই নির্মাণ করা সম্ভব। বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনায় সদস্যদের কর্মসংস্থানে হবে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন। অন্যদিকে প্রকল্পে বসতি স্থাপনের পাশাপাশি গড়ে উঠবে নানা ধরনের বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

সুধী সমাজের নিকট আকুল আবেদন আসুন একটু ত্যাগস্বীকারে একতাই শক্তি প্রমাণে সকলের সহযোগিতায় একটি বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগণিত মানুষের সেবাদানে "প্রতিবেশীকে ভালোবাস" শুধু কথায় নয় বাস্তবে প্রমাণিত হবে। "পিতা-মাতার প্রতি আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য" চিন্তাধারা কার্যকর করার প্রস্তাবটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের বিবেচনার জন্য তুলে ধরলাম॥

পিটার পল গমেজ
মণিপুরীপাড়া

বাবা : তার অনুভব

এ এম আন্তোনী চিরান

ভূমিকা:

'বাবা' শব্দটা যদিওবা প্রত্যেক মানুষের কাছে চির পরিচিত একটি প্রিয় ডাক হিসাবে, তেমনি শব্দটার নিগূঢ় রহস্য সবার কাছে হয়তো অনভিপ্রেতও। 'অনভিপ্রেত' বললাম এই কারণে যে, পুরুষের পুরুষত্ব, তার পুরুষত্বের এক অগ্নিময় রুদ্র বা উগ্রমূর্তি, তার পারঙ্গমতা, দৈহিক শক্তিমত্তা, মননশীলতা, সৃজনশীলতা, দৈহিক অবয়বে যে বাহ্যিক প্রকাশ বা শারীরিক যোগ্যতাগুলো তা ঐশ শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ! শৌর্যে-বীর্যে এক ও অনন্য। পরম ঈশ্বর তাঁর ঐশ শক্তি বা মহিমাকে, সৃজনশীল ক্ষমতাকে পুরুষের ব্যক্তি সত্তায় প্রকাশ করেছেন গভীর মমতায়। নারীর গর্ভে সঞ্চারে পুরুষের একচ্ছত্রপতি! তার বিকল্প কোথায়? তাইতো 'বাবা' হয়ে যান জনক। যে জনক পৃথিবীর জন্যে রেখে যান প্রজন্ম! মানব জন্মের মহা ইতিহাস তার দ্বারাই সৃষ্ট এবং যুগ-যুগ ধরে তাই-ই হয়ে এসেছে এবং তা চলতেই থাকবে যতদিন না এই পৃথিবী ধ্বংস হয়।

বাবা স্রষ্টার উত্তরসূরী:

পবিত্র বাইবেলের আদি পুস্তকে আমরা দেখি-ঈশ্বর আদমকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার মুখের এক বাক্যে। আদমকে সৃষ্টি করার পর নারীকে আদমেরই বাম পাঁজর থেকে সৃষ্টি করে বলেছিলেন-'ফলবান হও, বংশ বৃদ্ধি কর।' স্রষ্টার এই সৃষ্টিরহস্যে ঈশ্বর মানুষকে মানব সৃষ্টির কাজে সহযোগী হওয়ার জন্য বিশেষ আশীর্বাদ করেছেন। বিশেষ করে পুরুষের পৌরুষে তার যে বীর্য ধারণ ক্ষমতা; তাই মানব সৃষ্টির প্রধান বীজ। যে বীজ দিয়ে ঈশ্বর মানব সৃষ্টি করেন নারীর গর্ভে। তাই মাতা মণ্ডলী দাম্পত্য জীবন ও মিলনকে 'দু'য়ে মিলে এক' করে তুলেছেন।

পরিবার গঠনকারী বাবা:

যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারীকে বিয়ে করে একটি সংসার রচনা করতে পারেন। এই সংসারের মাধ্যমে তিনি একটি পরিবারও গঠন করেন। অর্থাৎ বিবাহসূত্রে একজন পুরুষ একজন নারীকে অর্ধাঙ্গিনী করে নতুন একটি পরিবার গঠন করেন। বাবা ও মাকে সামাজিক, মাণ্ডলিক, ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসারে আত্ম-নিষ্ঠ প্রতিজ্ঞা এবং বিশেষ একটা চুক্তির মাধ্যমে একটি পরিবার গঠন করেন। যে চুক্তিনামায় থাকে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গিকার, আজীবন ভালবাসার অঙ্গিকার এবং ভাবী সন্তানদের ঈশ্বরের দান বলে গ্রহণ করার অঙ্গিকার। আর আছে সন্তানদের খ্রিস্টীয় শিক্ষানুসারে মানুষ করে গড়ে তোলার অঙ্গিকার। তাই এই পরিবারকে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিবারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তিনিই পালন করে থাকেন। এই পরিবারে যে সমস্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করবে; তাদেরকে উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দিয়ে সেই তিনিই আর এক নতুন পরিবার গঠনে মূখ্য ভূমিকা পালনও করে থাকেন।

উত্তম শিক্ষক বাবা:

আমরা জানি যে, শিক্ষক হলেন একজন মানুষ গড়ার কারিগর। তার কাজ হলো- কোন অজ্ঞ বিষয়ে শিক্ষাদান। এই পৃথিবীতে আমরা মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে কোনও বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে আসি না। কিন্তু জন্মের পর থেকে মা'র কাছ থেকে যে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা লাভ করি- তা বাবার সাহচর্যে থেকে সমাজে, পরিবারে, ব্যক্তির সত্তায় যে মূল্যবোধগুলো প্রকাশিত হয়; তা থেকে আমরা নৈতিকতা শিখি। এবং বাবাই তা ছেঁকে ছেঁকে খাঁটি করে তুলেন। আমরা যে পরিবারে বাস করি সেই পরিবারকে আদর্শ পরিবার হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তিনিই একজন শুভার্থী পালক এবং তিনি আমাদেরকে পারিবারিক গণ্ডিতে ভাই-বোনদের সাথে ভালবাসায় আবেগ-অনুভূতি দিয়ে একাত্ম হয়ে থাকা, বাবা-মাকে, গুরুজনদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা, সম্মান করা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি সম্পর্কে জ্ঞানদান বা শিক্ষাদান; মাণ্ডলীক নিয়ম-নীতি মেনে চলা, পালন করা, বহির্বিশ্বের সাথে পরিচয় করে দেয়া; অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন সম্পর্কে চেতনা দান, বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার মতো বিভিন্ন কৌশল শিক্ষা দেয়া, আচার-আচরণে ভদ্রতা শিক্ষা দান; ধর্মীয় ও সামাজিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠানে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ভাই মানুষের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালনসহ সন্তানদের পথপ্রদর্শক হিসাবে নেতৃত্বদান করে থাকেন।

পরম বন্ধু বাবা:

আমরা জানি যে, ভালবাসা মানুষের অন্তরের আবেগিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। বাবা হলেন সেই ভালবাসার মানুষ এবং পরম বন্ধু, যে বন্ধুত্বের কোন বন্ধন নাই বা সীমা নাই, কোন পরিধি নাই। সেই ভালবাসা নিখাদ, অকপট, অকৃত্রিম প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে বা ভালবাসায় মেকি বা কৃত্রিমতা থাকতে পারে, স্বার্থ সম্বলিত হতে পারে কিন্তু বাবার ভালবাসায় কোন মেকি বা ছলনা থাকতে পারে না। থাকা উচিতও নয়। বন্ধু হিসাবে সে তার সন্তানদের কথা শুনেন, একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন, সুখ-দুঃখের কথা সহভাগিতা করেন, বিভিন্ন ব্যক্তির চাহিদা পূরণে এগিয়ে আসেন। মোট কথা, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাকে সন্তানরা অনায়াসে অকপটে সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করতে পারে বা যাবতীয় আবদার তাকে খুলে বলতে পারে নিঃসঙ্কোচে। আমাদের মানবীয় জীবনে এমন পরম বন্ধু নেই যে, যাকে কাছে পাওয়া যায়, যাকে মন-প্রাণ খুলে সব কিছু বলা যায়, বিপদে-আপদে যার সাহচর্যে, সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যায়, এমনকি তার ব্যক্তি সত্ত্বার মূল্যবান সম্পদ অকৃত্রিম ভালবাসায় নিজের স্থাবর-অস্থাবর, অর্থ সম্পদ নিঃশর্তভাবে সন্তানকে দিতে কোন কার্পণ্য করেন না। এমন কৃত্রিমতা বর্জিত ভালবাসা আর বন্ধুত্ব কেউ কি দিতে পারেন বাবা ছাড়া!

নিঃস্বার্থ সেবক বাবা:

আমি ছোটকাল থেকে দেখেছি- আমার যখন বোধ শক্তি বা জ্ঞান শক্তির উন্মেষ ঘটেছিল। আমার বাবা মায়ের অবর্তমানে মায়ের সাংসারিক কাজের ঝামেলার সময় আমাকে স্নান করাতেন, কাপড়-চোপড় পড়াতেন, অসুখ-বিসুখে ডাক্তার-কবিরাজ ধরে ঔষধ খাওয়াতেন, আমার সাথে থেকে অজস্র সময় ব্যয় করেছেন তা আজ বলা বাহুল্য। অথচ বাবার কোন ক্লান্তিবোধ ছিল না। বিরক্তিবোধ করেননি, সেবার কোন ভুল করেননি বা কোন দুর্বলতাও ছিল না। হয়তো কারো কারো জীবনে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। কারণ আমাদের সমাজে এখনও বহু বিবাহের প্রচলন আছে। বহুল বিবাহিত সংসারে অধিক সন্তান থাকার কারণে বাবা হয়ে পড়েন সংসার বিরাগী। পরিবারের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে নতুবা সংসারের বৈশ্বিক চাপে পড়ে হয়ে যান উদাসীন পিতা।

আমাদের খ্রিস্টীয় পরিবারে, সমাজে বহু বিবাহের কোন প্রচলন নেই বলে সেই বাস্তবতাও নেই, সেই অন্তরায়ও নেই। আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজে বাবা হলেন স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ। তিনিই পরিবারে কর্তা হিসাবে সংসারের হাল ধরেন। নিঃস্বার্থ সেবা দিয়ে পরিবারকে সুন্দর করে সাজাতে বাস্তব মূখী স্বপ্ন দেখেন। আর বাস্তবমূখী পদক্ষেপ নেন। তার সাংসারিক স্বপ্ন পূরণের জন্য আজীবন তিনি নিরলস সাধনা করে যান, যতদিন তার বল থাকে।

নিঃস্বার্থ কর্মী বাবাঃ

বাঁচার জন্য খাদ্য আর খাদ্য আহরণের জন্য কর্ম। কর্ম ছাড়া জীবন এবং সংসার সবই অচল। এমনকি স্বাস্থ্যের হানি হতে পারে। তাই বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষকে যে কোন পেশার কাজকে জীবিকা নির্বাহের একটা মাধ্যম হিসাবে বেছে নিতে হয়। বাবাও সংসার পরিচালনার জন্য, সন্তানদের প্রতিপালণের জন্য যে কোন কাজকে বেঁছে নেন। কারণ, সংসারের বহুবিধ চাহিদা যেমন- অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, বাসস্থান, এবং শারীরিক অবনতির সময় সুচিকৎসার স্বার্থে অর্থের প্রয়োজন। তা ছাড়া পরিবার প্রতিপালন, সংসারে যাবতীয় চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন। সেই সব চাহিদা পূরণের জন্য বাবা স্ব-উদ্যোগে যে কোন কর্মকে বেছে নেন। যার উপর ভর করে সংসার চলবে। তিনি এ কাজ নিজের স্বার্থের জন্য করেন না; করেন তার স্ত্রী-সন্তান, পরিবারের জন্য।

বাবা পরিবারের রক্ষকঃ

পিতাঈশ্বর সাধু যোসেফকে পরিবারের রক্ষক হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন। তার ঐশ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য, মহিমান্বিত করার জন্য। যাতে কুমারী মারীয়া আর যিশু খ্রিস্টকে সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন, নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থায় তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পারেন। যার জন্য রাত্রির অন্ধাকরে শিশু যিশুকে আর মারীয়াকে পাষণ্ড হেরোদের হাত থেকে রক্ষা করতে মিশর দেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিটি পরিবারের কর্তা হিসাবে, রক্ষক হিসাবে পিতাই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, পরিজনদের রক্ষা করার জন্য নিজের জীবনের বাজী রেখে নানা প্রতিকূল অবস্থা থেকে, পরিবেশ-পরিস্থিতির বৈশ্বিক চাপ থেকে এমনকি মানবতা বিরোধী নানা প্রতিবন্ধকতা থেকে পরিবারের সবাইকে রক্ষা করেন। বর্তমানে আমরা আকাশসংস্কৃতির যুগে ডুবে আছি; ডিজিটাল যুগের এই বৈশ্বিক প্রভাব এ যুগের মানুষকে করে তুলছে যান্ত্রিক নির্ভর। তাই এই নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থায় সন্তানদের অন্যায় চাওয়া, অন্যায় আব্দার, সামাজিক অবক্ষয়, যথেচ্ছা যৌনাচার, ধার্মিকতা বিবর্জিত এবং তা পালনে অনিহা, মন্দ সংসর্গ, মন্দ আসক্তি থেকে পরিবারের সবাইকে রক্ষা করতে বাবাই দায়িত্ব পালণ করে থাকেন। আমাদের খ্রিস্ট মণ্ডলীতে সাধু যোসেফ, তার পৈত্রিক দায়িত্ববোধ সমগ্র মানব জাতির জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

বাবা সংস্কৃতির রক্ষকঃ

পৃথিবীর যে কোন জাতিই নিজস্ব সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল, যত্নশীল, আস্থাশীল। মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে মায়ের ভালবাসাপূর্ণ স্নেহশীল আদর-যত্নে বড় হলেও বাবার কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব, তার সাহচর্য, পারিবারিক জীবনে তার স্নেহপূর্ণ শাসন, জাতিগত আচার-অনুষ্ঠান পালন, রুচিপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার, দৈনিক খাদ্যাভাস, পরিবারের কর্তা হিসাবে বাবাই তার দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। ভাল-মন্দ নির্ণয় করেন, চাহিদা পূরণে যোগান দিয়ে থাকেন। পারিবারিক আদব-কায়দা, সামাজিক নিয়ম-নীতি-রীতি পালন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা, এমনকি রাজনৈতিক সমর্থন নির্ণয়েও বাবাই সন্তানদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। যদি তিনি শিক্ষিত, বিজ্ঞ মানুষ হয়ে থাকেন তো সেই পরিবার সমাজে একটি অনুকরণীয় আদর্শ এক মহৎ পরিবার হিসাবে পরিগণিত হয়।

বাবা কূলপতিঃ

দাম্পত্য জীবনে বাবার শৌর্য-বীর্য নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির মূল উৎস। পুরুষের পুরুষত্ব স্ত্রীর সাথে মিলনের মাধ্যমে একটি নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি হয়। যা ঈশ্বর নিজে পুরূষকে সেই শক্তি দিয়েছেন তার (পুরুষের) দৈহিক শক্তির মধ্য দিয়ে। সেটা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হোক কিংবা পিতৃতান্ত্রিক সমাজই হোক। বাবা হলেন যে কোন বংশের জনক, ধারক, বাহক ও রক্ষক। পুরুষের পৌরুষত্বে ঈশ্বর যে বীর্য ধারন ক্ষমতা দিয়েছেন, নারীর প্রেম বন্ধনে, মিলনের মাধ্যমে তিনি নারীর গর্ভে বংশগতি বৃদ্ধি ও রক্ষা করেন। এবং সেটা দাম্পত্য জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য; ঈশ্বরের সৃষ্টির কাজে সহায়তা বা অংশগ্রহণ করা।

গৃহশিক্ষক বাবাঃ

পরিবারের কর্তা হিসাবে বাবাই হলেন প্রথম ও মূল গৃহশিক্ষক। তিনি তার দায়িত্ববোধ নিয়ে, স্বাধীন চিন্তা-চেতনা দিয়ে নিরপেক্ষ নেতৃত্ব আর নিঃশর্ত কর্তৃত্ব দিয়ে সন্তানদের ভাল, পরিশীলিত মানুষ হতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সন্তানদের পারিবারিক মর্যাদা, নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহ প্রদান, জাতিগত আপ্তজ্ঞান, সামাজিক নিয়ম-কানুন পালনে ও তা ধারণ, আত্মস্থ করতে, বিশ্লেষণে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার দিকে, বহির্জগতের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্যক ধারণা ও জ্ঞান দান পিতাই প্রথমত দিয়ে থাকেন। পরিবারে বাস করার ক্ষেত্রে তার কি কি দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, তার আচরণগত বিভিন্ন দিক, সামাজিকতা বা সমাজে তার নিজের কি ভূমিকা রয়েছে সেইসব সাধারণ জ্ঞান, বিশেষভাবে, মানবিক বিষয়গুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা কিংবা মানুষকে মানবতার মানদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণে সন্তানদের জ্ঞানের উন্মেষে তার মূখ্য ভূমিকা রয়েছে। একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসাবে খ্রিস্টীয় পরিবার গঠনে পিতার ভূমিকা সত্যই এক মহান দায়িত্ব এবং এটি খুব কঠিন দায়িত্বও বটে। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নিয়ে ঈশ্বর মানুষকে নর-নারী হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, পরস্পরের সাথে যুক্ত করেছেন- তাতে পিতা-মাতা হিসাবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করণে তাদের উভয়ের অংশগ্রহণ, একটি পরিবারকে আদর্শ পরিবার হিসাবে দাঁড় করাতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আর তাদের সেইসব দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিক বা যথাযথ পালনই পরিবার হয়ে ওঠে পরম শান্তির আবাস। এবং সন্তানকে সেই আদর্শে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা তা পিতার উপরই বর্তায়।

উপসংহারঃ

বাবাই হলেন সন্তানদের জনক, ধারক ও বাহক সর্বোপরি পরিচালক। তার উদার মনাভাব, প্রেমময়তার অকৃত্রিম ভালবাসায়, স্নেহশীল আদর-যত্নে একটি পরিবারে সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে, নিরুপিত হয়। তাই সেই বাবাকে বিশ্বস্ততার সাথে ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মান করা প্রতিটি সন্তানদের অবশ্য পবিত্র দায়িত্ব। বর্তমান যুগে দেখা যায় যে, প্রায় পরিবারে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়। এই অমানবিক মনোভাব, অনৈতিক চিন্তা, কাজ সত্যই বিকৃত বা নিকৃষ্ট মনের বহিঃপ্রকাশ। যে বাবা শিশুকাল থেকে কোলে-পিঠে করে তার পিতৃত্বের অকৃত্রিম স্নেহ-আদরে, ভালবাসা দিয়ে যত্ন করে সন্তানদের গড়ে তুলেছেন, সেই শ্রদ্ধার্ঘ্য বাবাকে আমরা যেন শিশুর মতোই যত্ন নিই, অকৃত্রিম প্রেমের বন্ধনে নিঃস্বার্থ সেবা দিই। সন্তান হিসাবে বাবার উপর আমাদের প্রত্যেকের সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এটা বাবা হিসাবে তাদের দাবী নয়, অধিকার। আমরা যেন সেই অধিকারটুকু তাদের দিই। এটেই তারা খুশি হবেন এবং সুখী হবেন। আসুন আমরা 'বাবা দিবসে' এই অঙ্গীকার করি॥

জমি বিক্রয় হবে

পুরাতন বান্দুরা মৌজার, মোলাসীকান্দা গ্রামের পাকা রাস্তা থেকে খুবই কাছে বাড়ি করার জন্য নিষ্কন্টক জমি বিক্রয় করা হবে।

যোগাযোগের নম্বর

০১৭৮৫-৯৬৭৭০১
০১৮৭৫-৯৩৩২২২

বিজ্ঞ/১৬৭/২১

বিশ্ব বাবা দিবস

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

আস্থা, ভরসা আর পরম নির্ভরতার নাম বাবা। আমাদের জন্মসুতোয় গাঁথা বৃক্ষসম এক সম্পর্কের নাম। বাবাই আমাদের প্রথম পরিচয়। বাবা মানে এক দক্ষ কারিগর। যিনি সন্তানের একটু ভালোর জন্য হাসিমুখে নিজেকে বিলিয়ে দেন। তাই বাবা মানে বটবৃক্ষ। সন্তানের পরম ভরসার আশ্রয়। বড় মমতার আপন এক মুখ। বাবারা যেন বংশপরাক্রমায় মানব জীবনে রক্তপ্রবাহের ধারায় সন্তানদের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বের রূপান্তর ঘটিয়ে তারই অংশ হয়ে আছে। তাই জীবনের পরতে পরতে সাহস, প্রেরণা আর শক্তি নিয়ে বাবারা থাকেন সন্তানদের মনে ও মগজে। সন্তানের মাথার ওপরে বাবার ছায়া বিশাল আকাশের মতো। বাবা সন্তানের বন্ধু; একদম কাছের মানুষ। তাই জীবনের নানা আখ্যানে, স্মৃতিতে, গল্পে, নানা রূপে সন্তানেরা বাবাদের কথা স্মরণ করে। তাই অনেকের মতোই আমারও যে কথাটি বাবাকে বলা হয়নি। বাবা তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে অনেক মনে করি। বিশ্বপরিক্রমায় ভৌগলিক কারণে অথবা ভাষাভেদে শব্দ কিংবা স্থানভেদে উচ্চারণের বদল হলেও রক্তের টান কখনও বদলায় না। তাই জার্মানি ভাষায় 'ফ্যাটা' বাংলা ভাষায় 'বাবা' একই। ইংরেজ সন্তানদের 'ফাদার' ডাক ভারত সন্তানের কাছে হয়ে যায় 'পিতাজি'। যে ভাষায় ডাকি না কেন বাবার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা প্রকাশের বিষয়টি চিরন্তন। প্রতিবছর জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বিশ্ব বাবা দিবস পালন করা হয়। সে হিসেবে এবারের ২০ জুন বিশ্ব বাবা দিবস পালন করা হবে। সারা বিশ্বের বাবাদের প্রতি অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাই।

বাবা মানে কঠিন চেহারা। শক্ত চোয়ালে। অত সহজে হাসেন না। বাবার সঙ্গে কথা বলতে হয় মেপে। থাকে বকা খাওয়ার ভয়। তবুও এই বাবাকে কোনো না কোনো সময় ঠিক চিনে ফেলে সন্তান। বাইরে তিনি যত কঠিন ভেতরে ততটাই কোমল। সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য নিজের বর্তমানকে হাসিমুখে উৎসর্গ করেন। অনেক ক্ষেত্রে বাবা মানে দূরের মানুষ। সংসারের রাশভারী, অতিথির মতো। বাবাদের চেহারায় কেমন জানি গাম্ভীর্য মেশানো থাকে। তাই তাকে ঘিরে থাকে ভয়। মনে হয় দেখলেই রাগ করবেন। শাসন করবেন। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। বাবা মানে সাহস। বাবা মানে রক্ষক। বাবা মানে অনেক পূর্ণতা। বাবা মানে সহজ সমাধান। তাই বাবাদের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় একআকাশ নির্ভরতা আর একরাশ নিরাপত্তার অনুভূতি। তিনি ভালোবাসেন ঠিকই। সন্তানদের স্নেহও করেন। কিন্তু আমরা সন্তানেরা অনেক সময় বুঝতে পারি একটু দেরীতে। বাবাদের সবকিছুর মধ্যে একটা সীমিত মাত্রা থাকে। বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক মিশে থাকে খানিকটা দূরত্ব। খানিকটা সংকোচ। খানিকটা ভীতিমেশানো শ্রদ্ধা। বাবারা স্নেহশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ। এভাবেই পরিবারে আমরা বাবাদের অভিজ্ঞতা করি।

পরিবারে একটি শিশুর বেড়ে ওঠার সাথে মায়ের পাশাপাশি বাবার ভূমিকা অপরিসীম। মনোবিজ্ঞানে পিতৃক্ষুধা Father Hunger বলে একটি তত্ত্ব রয়েছে। তত্ত্বটির মূল কথা হচ্ছে, পিতার অনুপস্থিতি শিশুর ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এজন্য একজন বাবা সূর্যের মতো। গরম হলেও তিনি না থাকলে চারিপাশে অন্ধকার হয়ে যায়। তাই তো বলা হয়, সন্তানের গঠনের জন্য বড় প্রয়োজন মায়ের মমতা এবং বাবার দক্ষতা। বাবাদের প্রতি সম্মান ও স্মরণে আমাদের হৃদয়ের যে অভিব্যক্তি বেজে ওঠে। বাংলা গানে তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। 'আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান। সেদিন থেকে গান জীবন, গান আমার প্রাণ।' 'বাবা বলে গেল আর কোনদিন গান করো না।' 'বাবা বলে ছেলে নাম করবে।' এভাবেই গানের ভাষায় ফুটে উঠেছে বাবাদের কথা। যার আবেদন বলার অপেক্ষা রাখে না। 'আয় খুকু আয়' এই গানটি কন্যার প্রতি বাবার স্নেহের যে চিরায়ত আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে জেমসের 'বাবা' গানটিতে বাবা হারানো ছেলের আকুতি এবং স্মৃতিবিজরিত আবেদন হৃদয় কেড়ে নেয়। 'ছেলে আমার বড় হবে। মাকে বলত সে কথা।' এভাবেই বাবা-সন্তানের সম্পর্কের উপলব্ধি প্রাণ পাবে যুগে-যুগে।

বাবা আমাদের জীবনের বিশেষ মানুষ। একজন বাবা তার ছেলের প্রথম নায়ক এবং তার মেয়ের প্রথম প্রেম। 'বাবা' বাবা'ই হচ্ছে একমাত্র রাজা। যার রাজত্বে মেয়েরা সারাজীবন রাজকন্যা হয়ে থাকে। তাই অনেকে বলে থাকেন, মেয়েরা নাকি বাবাদের বেশি প্রিয় হয়। বাবারাও নাকি মেয়েদের কাছ থেকেই বেশি আদর পায়। কথাটার সত্যতা হয়তো সব পরিবারে নেই। কিন্তু খুব একটা ভুলও বোধহয় নয়। এমন মেয়ে খুব কমই আছে; যার মনে বাবার জন্য বিশেষ দুর্বলতা নেই। বাবা যেন মেয়ের এক ছোট্ট ছেলে। মেয়ে যেন তার মা। যাকে সে ভালোবাসে আবার শাসন করে। আর বাবাদের কাছে মেয়ে যেন তার জান। অন্যদিকে ছেলের কাছে বাবা পথ প্রদর্শক। শর্তহীন ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার আশ্রয়। বন্ধুর মতো। আসলে এ সবই বাবাদের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার প্রকাশ। এই যেন অপরূপ ভালোবাসার বন্ধন।

বাবা মানে মাথার ওপর শীতল কোমল ছায়া। বাবা মানে ডালপালা মেলা এক বিশাল বটবৃক্ষ। ঝুম বৃষ্টিতে বা তীব্র রোদ্রে বাবা সন্তানের কাছে শান্তিদায়ক ছাতা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে পথ দেখানোর আলো। হয়তো অনেক সময় বাবা কিংবা সন্তান হিসাবে আমরা মুখ ফুটে বাবাকে ভালোবাসি কথাটা বলা হয় না কিন্তু কিছু ভালোবাসা আছে যা মুখে না বললেও মনে মনে সহস্রবার বলা হয়ে যায়। আর যাকে উদ্দেশ্য করে বলা তিনি ঠিকই তাঁর অন্তর দিয়ে তা শুনতে পান; বোঝতেও পারেন। বাবাকে আমরা অনুভব করি। বাবারা সব সময় আমাদের সঙ্গেই থাকেন। আমাদের অস্থিত্বের সাথে। আমাদের সামাজিকতার ও ঐতিহ্যের বাস্তবতায় পরিপ্রেক্ষিতে বাবাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা 'লবণের মতো ভালোবাসি' গল্পটির মতো। পৃথিবীর সব বাবাদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা। বাবা আমাদের কাছে আদর্শ। আসলে বাবা বাবা-ই। একজন নিজে বাবা হওয়ার পরে বাবা হওয়ার অনুভূতি এভাবেই প্রকাশ করেছেন, 'আজ আমিও বাবা হয়েছি, আমি বুঝি, বাবা শব্দটা অনেক ত্যাগের। বাবা মানেই শত কষ্টের মধ্যে সন্তানের হাসিমাখা মুখ।'

এই বাবা দিবসে অঙ্গীকার করি, আর যাই হোক প্রাশ্চাতের কালচার অনুসরণ করে কেউ যেন বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে না পাঠাই। মনে রাখি ঈশ্বর তাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই জগতে পাঠিয়েছেন। বাবা-মা তোমাদের জন্যই আজকের আমি। তাদের ছাড়া আমি-আমরা অসম্ভব। তাদের দ্বারা-ই আমাদের অস্থিত্ব। আমাদের পারিবারিক ও ঐতিহ্যগত শিক্ষা হচ্ছে, বাবা-মায়ের জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাদের পাশে থাকা। সেবা-যত্ন করা। সন্তান হিসেবে এটা আমাদের দায়িত্ব ও অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য॥

তথ্যসূত্র

https://www.prothomalo.com
https://samakal.com/tp-kaler-kheya
https://www.kalerkantho.com.

পরিবারে একজন বাবার বিকল্প নাই

ড. ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা

প্রত্যেকজন ব্যক্তির জীবনে একজন বাবার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে জনৈক গাজী শামছুর রহমান বলেন, "পুত্রের কাছে বাবা একটি আচ্ছাদন। শিশু যখন অপরিচিত দুনিয়ায় একান্ত একা, তখন সে দুনিয়ার নিরুপায়ত্বের বিরুদ্ধে বাবা দেয় ভরসা। শিশুর ক্রমবর্ধমান জীবনে প্রয়োজন পড়ে বলিষ্ঠ সাহচর্যের। বাবা দেয় সাহচর্য। হিংসাভরা কুটিল পৃথিবীতে অপ্রতিরোধ্য আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যে যে হাত কিশোর পুত্রের মস্তকে সর্বদা আশীর্বাদের মত ছায়া দেয় সে হাত বাবার।" সত্যি একজন সত্যিকারের আদর্শ বাবার বিকল্প নাই। বাবা শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল; "Father"। Father / বাবা যার সমার্থক আরো ১৩৫ শব্দ রয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। ফাদার (Father = বাবা) অর্থাৎ এর শাব্দিক ব্যাখ্যা করলে যা পাওয়া যায়; F= Follower A= Adviser T= Teacher H= Honorable E= Educated R= Responsible.

পরিবারে বাবার সংজ্ঞাটি এইভাবে দেওয়া যেতে পারে- "তিনি হলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি সন্তানদেরকে গড়ে তোলেন পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসাবে" তিনি সন্তানদের শারীরিক ও আবেগময় দিকগুলির নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ বাবার ব্যক্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে- ম্যাক কনাঘে বলেন, "একজন নব জাতকের জনকই হলেন বাবা এর চেয়ে বড় আনন্দের মানুষের আর কিছুই নেই।" আমরা আজ যার স্মরণ দিবস পালন করছি প্রয়াত সন্তোষ ক্লেমেট কস্তা (৭৭) তিনি তার ৪ মেয়ে ও ২ ছেলে মোট ৬ জনের জনক হয়ে উঠেছিলেন। উনাকে এই পরিবারে বাবা হবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আর তিনি তার এই দায়িত্ব/আহ্বানে বিশ্বস্ত থেকে প্রত্যেকজন ছেলে/মেয়েকে খ্রিস্টীয় আদর্শে মানুষ করে, এইভাবে হয়ে উঠেছেন আদর্শ বাবা ও পরিবারের রক্ষক। সেইসাথে আদর্শ স্বামীও।

আবার অন্যদিকে সন্তান জন্ম দিয়ে শুধু পিতা হলেই চলে না কারণ পিতা সন্তানকে সঠিকভাবে মানুষ করতে একজন বাবাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সেটা পুণ্যপিতা পোপ তাঁর পালকীয় পত্র ""Patris Corde" অর্থাৎ "Fathers Heart" । বাংলায় বলা যায় "বাবার হৃদয়" এর মধ্যে সাধু যোসেফের মাহাত্ম্য বা গৌরব হলো- তিনি ছিলেন যিশুর পিতা। যিশুর মধ্যদিয়ে সাধু যোসেফ গৌরবান্বিত হলেন এভাবে ঈশ্বরের মুক্তি পরিচালনায় নিজেই অংশ নিলেন।

বাবা হওয়ার এই আহ্বান আমাদের সবার। পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন (Pope John xxiii) বাবা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, "একজন বাবার পক্ষে একজন সন্তান নেয়া যতটা সহজ, কিন্তু একজন সন্তানের পক্ষে আদর্শ বাবা পাওয়া ততটা সহজ নয়।" পোপ জন (xxiii) এর দ্বারা বুঝাতে চাইলেন যে, একজন পিতা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলে পরে সন্তান ও পিতার সুমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কেননা যিশু নিজেই বলেছেন, "আমি ও আমার পিতা আমরা এক" *(যোহন ১৭: ১১)* যিশু পিতার প্রতি কতটা অনুগত এতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যারা বাবা-মার প্রতি অসম্মান করে তাদের জন্য বলছি, তোমরা পবিত্র পরিবারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পিতা-মাতাকে সম্মান করবে, ও সন্তান সুলভ আচার-আচরণ করবে। তোমাদের বাবা মা যেন তোমাদের দ্বারা কোনারূপ আঘাত প্রাপ্ত না হয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করেন। সর্বদা হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করতে পারেন। তোমরা যারা এই সন্তোষ ক্লেমেন্ট কস্তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তোমাদের আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তোমরা এই স্মরণিকার দ্বারা তোমাদের বাবাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে পারছ। বাবার শরীরের রক্তের ও জীবনের বিনিময়ে গড়ে তোলা এই সংসারের স্বীকৃতি দিচ্ছ। তোমাদের বাবা স্বর্গে থেকে অনেক খুশি হবেন। প্রয়াত সন্তোষ কস্তা - সম্পর্কে আমার মামা হন। আমি তাকে যেভাবে দেখেছি তিনি একজন কৃষকের ছেলে, কৃষি কাজ করতেন। তিনি পরিবারের পক্ষে কঠোর পরিশ্রম করে পরিবারের সকলকে সুখী করতে সর্বদা চেষ্টা করেছেন। আমাকে তিনি 'বাবা' বলে সম্মোধন করতেন এবং সন্তাদেরকে বাবা ও মা বলে সম্মোধন করতেন। তিনি তার স্ত্রীকে এত ভালবাসতেন ও সম্মান দেখাতেন যে তিনি কখনো তার নাম ধরে ডাকেননি। সবর্দা বড় মেয়ে 'রুবির মা' হিসাবে তাকে সম্মোধন করতেন অর্থাৎ মাতৃত্বের প্রতি তিনি যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন।

পারিবারিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা প্রার্থনাকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছেন। খ্রিস্টযাগে ও অন্যান্য ভক্তিমূলক প্রার্থনাগুলোতে সবার আগে তাকে উপস্থিত থাকতে দেখেছি।

সেন্ট ভিন্‌সেন্ট ডি' পল সমিতির মাধ্যমে তিনি আমাদের সমাজের দরিদ্র ভাইবোনদের সর্বদা সাহায্য করেছেন। কোদালিয়া গ্রাম থেকে আমাদের এই সন্তোষ মামা ও হারবাইদ গ্রাম থেকে প্রয়াত কালিস্টুস পালমা যারা আমাকে ঈশ্বরের ভক্ত জনগণকে ও অবহেলিত মানুষকে কিভাবে সেবা করতে হয় তা শিখিয়েছেন। এক কথায় বলতে পারি উনারা ছিলেন আমার জীবনের আদর্শ। আমার বাবা যোসেফ কস্তা সারা জীবন পার করেছেন বিদেশে কিন্তু আমার পাড়া প্রতিবেশী পিতৃস্থানীয় সকলেই আমার যত্ন নিয়েছেন। আর আমার মা জননীর কথাতো এই ক্ষেত্রে বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার মা আমাকে শিখিয়েছেন কিভাবে বড়দের সম্মান করতে হয়।

পরিবারের বাবা হলেন প্রত্যেকটি পরিবারের গৃহশিক্ষক আর মাতা হলেন শিক্ষিকা । সন্তানদের শিষ্টাচার, মানবতা, নৈতিকতা, এবং অন্যান্য ভাল মূল্যবোধগুলো বাবাই পরিবারে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ্য থাকতে গৃহডাক্তার হিসাবেও বাবা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

জীবনের লক্ষ্য নির্ধারনেও দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে তিনি সর্বদা নিজের জীবন দিয়ে সন্তানদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

এই সকল গুণাবলীসম্পন্ন একজন অনন্য পিতা/বাবা ছিলেন এই প্রয়াত সন্তোষ কস্তা। তিনি চলে গেলেন পরপারে কিন্তু তার কীর্তি ও কর্মের/শ্রমের ফল প্রতিনিয়তই অমর হয়ে থাকবে বিশেষত এই পরিবারে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

পরিশেষে পোপ ফ্রান্সিসের কথা অনুকরণে বলতে চাই, "একজন ব্যক্তি শুধু জন্ম দানের মধ্য দিয়েই পিতা হতে পারেনা কিন্তু সন্তানের প্রতি দ্বায়বোধ ও প্রতিপালনের মধ্যদিয়েই প্রকৃত পিতা হয়ে ওঠে" *(সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা-৯, পৃ: ১৮, ২০২১)*। কিন্তু যখন এই মায়ের গর্ভজাত শিশু রাস্তা থেকে, ডাস্টবিন থেকে, এবোর্শন করা জীবিত বা মৃত শিশুদের অনাথ অবস্থায় পাওয়ার ঘটনা শোনা যায় এর চেয়ে দুঃখজনক সংবাদ আর কী হতে পারে? ঐ সকল শিশুদের পিতা ও মাতাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ ঈশ্বরের দানকে অবহেলা করবেন না। নতুবা ঈশ্বর আপনাদের আর কোন দানই দেবেন না। ভাল বাবা হোন ও ভাল মা হোন এই আহ্বান ও প্রার্থনা সবার প্রতি রইল॥

ফ্ল্যাট ভাড়া

১২ সার্কিট হাউজ, রোড কাকরাইল "ষড়নিকেতন" রমনা ঢাকা, তিন রুমের ফ্ল্যাট (২য় তলা) ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগ

০১৭১৩-০৩৯৫৯২
০১৭৫২-২৫০৫৯৮

বিজ্ঞ/১৬৮/২১

কতদিন যাই না বাবার কবরে

নোয়েল গোনছালবেছ

সৃষ্টিকর্তার অমোঘ নিয়মে সংসার ব্রতে জীবন আহ্বান মানুষের এক ধরণের ব্যবহারিক সামাজিক প্রক্রিয়া। স্বাভাবিকতায় একজন নারী ও পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নতুন জীবনাহ্বানে সংসার, পরিবার, পরিজন-প্রিয়জন ও স্বজন সৃষ্টি হয়। এক সময়ে দু'জনের মিলনের ফসলরূপে নতুন সৃষ্টির আবির্ভাব হয় "সন্তান-সন্ততি"। পরিচয় পায় ছেলে/মেয়ে রূপে, অপরদিকে বাবা-মা রূপে। পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে সমসাময়িক কালে বাবার কথাই প্রথমে চলে আসে। জন্মনিবন্ধন, বাপ্তিস্ম, হস্তার্পণ, বিবাহ এবং পরবর্তী সকল সাক্রামেন্ত গ্রহণেও বাবার নামটি প্রথমে আসে। সন্তান তার বংশ পরিচয় দিতে, পড়াশুনায় বিভিন্ন ফর্ম/সার্টিফিকেট, ভর্তিতে, পরিচয়পত্রে, চাকুরীর ইন্টারভিউতে ও দেশে-বিদেশে ভ্রমন ও চাকুরির ক্ষেত্রে বাবা'র নামটিই প্রথমে ব্যবহার হয়ে আসছে, বিগত কয়েক শতক ধরেই। অপরদিকে যেদিন হতে মানুষ জেন্ডার বৈষম্যকে সমান অধিকার বলয়ে দেখতে শুরু করে, সেদিন হতেই বাবার পর মাতা/মায়ের নাম ব্যবহার প্রচলিত হয়। অবশ্য পৃথিবীতে জন্ম নেবার পর বাবাকে না পেলে, সে ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ তফাৎটাও বেশি সংখ্যক নয়। এদেশের সামাজিকতায় বাবারই অগ্রজ ভূমিকায় ও পিতৃ তান্ত্রিকতাকে টিকিয়ে রাখছে হাজার বছর ধরে।

পরিবারে বাবা যেন বটবৃক্ষের মতো। সকল সদস্যদের চাহিদা মেটানোর জন্য একটি ফাষ্ট-ট্রাক ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ব্যক্তি। অবিবাহিত অবস্থায় পরিবারের সন্তানরা ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, খেয়ালী, বখাটে, দুষ্ট, উদাসীন ইত্যাদি ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হয়। অপরদিকে নম্র, ভদ্র, নরম-সরম ও ঘরকুনো হলে অনেকেই মেয়েলীগোছের বলে ঐ ছেলেদের উপহাস করে। কিন্তু সংসার জীবনে প্রবেশের পর পরই একজন পুরুষ, যে উপাধিতেই থাকুক না কেন, সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে বাবা কি? বাবা কে? বাবারা কেন এমন হয়?

বাবা যেন প্রত্যেক সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসার সময় হাতে করে কিছু নিয়ে আসা, ঘরে ঢুকেই সন্তানদের নানা বাহানা-আবদার-নালিশ শুনা ও বুকে টেনে নিয়ে একটুখানি আদর করা। বাবা যেন ঘাড়ে করে নিয়ে সন্তানদের সারা পাড়া ঘুরিয়ে আনা। বাবা যেন লাটাইয়ে ঘুড়ি-সুতো বেঁধে দিয়ে সন্তানকে দিয়ে উড়ানো শিখিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো। বাবা যেন হাসি-ঠাট্টা দিয়ে পরিবারের সকলকে মাতিয়ে রাখা। বাবা যেন সন্তানদের সকল আবদার মেটানোর পোষ্ট অফিস, যেখানে চাহিদা রাখলে নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও তা পূরণ করা। বাবা যেন সন্তানদের অসুস্থ্যতায় অস্থির এক অস্তিত্ব, বাবা যেন সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক ব্যক্তি, বাবা যেন পরিবারের সন্তানদের আদর্শদানের প্রকৃত ছায়া, বাবা যেন সারাদিন খাটা খাটুনি শেষে হাসিমুখে এসে সন্তানদের সাথে খেলা করা ও বলা, "মা তোমরা কেমন আছ, বাবু তোমার কি হয়েছে? এ ভাবে খোঁজ নেয়া, তাই তো বাবাদের মনে বেজে চলে ..."আয় খুকু আয় ... আয় খুকু আয়"। বোকা ছেলে, আমি যখন থাকবো না তখন তোকে কে খাইয়ে দেবে?-ইত্যাদি ইত্যাদি।

মা সন্তানদের জন্ম দিলেও বাবারা সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও খাবার যোগানের উৎস হিসেবে কাজ করে। অবশ্য ইদানিংকালে বাবাদের পাশাপাশি মায়েরাও আয়-রোজগার করে সংসারের অর্থব্যয়ে ভূমিকা রাখে। তারপরও পরিবার জীবনে বাবারা নিজেকে দিনে দিনে সম্প্রদান করে একমাত্র সংসার জীবন আর্দশরূপে গড়ে তুলতে। সব বাবা-মা'ই সন্তানদের ভাল শিক্ষা লাভের আশায় ভাল ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুগঠিত পরিমণ্ডল তৈরীতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। সন্তানদের নিরন্তর লেখাপড়া মনোযোগে বাবাদের আনন্দ বাড়িয়ে দিয়ে আরো একধাপ প্রাণ দান করে। বাবারা চিন্তা করে ছেলে/মেয়ে বড় হয়ে হয় ডাক্তার নয় ইঞ্জিনিয়ার, নয় ফাদার, ব্রাদার/সিস্টার, নয় শিক্ষক, নয় ভাল একটি প্রতিষ্ঠানে বড় পদে কাজ করবে, সকলের সেবা করবে- এসকল ভাবনা ও আগাম চিন্তায় বাবাদের বুক গর্বে ভরে ওঠে। কিন্তু কালের পরিক্রমায় সঠিক পরিকল্পনা বাস্তব হয়। বিদেশে পাঠিয়ে উন্নত শিক্ষা লাভের জন্য নিজেদের শেষ সম্বল বিক্রি করে ছেলে/মেয়েদের পড়ার জন্য পাঠায়। পড়া শেষে সেই ছেলে/মেয়েরাই বাবাদের কাছে ফিরে আসে না। যেখানেই পরিবার গড়ে বাস করে থাকে, বাবা-মা'র কথা একটিবারও মনে করে না। বখাটেপনা করে ছেলে/মেয়েরা অস্পৃর্শ/অসামাজিকতার আকার ধারণ করে। ভালো ও আদর্শ পিতার সন্তান তাঁকে স্বর্গসম পৃথিবী উপহার দেয়। অন্যদিকে স্বার্থান্বেষী সন্তানরা তাদের বাবাকে দিনে দিনে শোষন করে, বাবার কষ্টার্জিত অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। ছেলে/মেয়ে বড় হলে বাবার দুঃখ ঘুচাবে এ আশা চিরন্তর সকল বাবার । কিন্তু অর্থলোভি সন্তানরা তাদের চাহিদামতো বিয়ে করে সংসার গড়ে সুখে থাকার বাহানা করে, একদিনের জন্যও খোঁজ নেয় না বাবাদের। কি খাচ্ছে, কি অসুখে ভুগছে এগুলোর তোয়াক্কাই করে না। নিদারুন দুঃখে এ অবস্থার মুখাপেক্ষি বাবারা, না খেয়ে না পড়ে দিনাতিপাত করতে থাকে। মা যদি বেঁচে থাকে ঐ সংসারে, তাহলে এই বয়স্ক বাবা-মা'রাই পরের ঘরে কাজ করে বা দিনমজুরী, হকারী বা রিক্সা-ভ্যান চালিয়ে কোন মতে জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হয়। আক্ষেপ অন্তরে নিয়ে মুখ খুলে কিছুই বলে না বাবারা । শুধু প্রার্থনা করে তাঁদের মতো যেন ঐ সন্তানদের জীবনের অবস্থা না হয়!

সন্তান বিশাল অট্টালিকায়, ফ্লাট বাড়িতে বিদেশি কুকুর, বিড়াল, খরগোশ ও নানান

রংয়ের পাখি পোষে, বিভিন্ন দামি আসবাব পত্র দিয়ে সাজিয়ে ঘর ভর্তি করে রাখে কিন্তু এতটুকু জায়গা হয় না এ অভাগা বাবাদের এমন উপমাও বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে দেখা যায়। ধিক এ ধরণের বিকৃত মনের সন্তানদের! অন্যদিকে আদর্শ পরিবারের সন্তানরা বাবার প্রতি আনুগত্য বজায় রাখে জীবনের শেষ পর্যন্ত। বাবার থাকার জন্য সুন্দর মনোরম পরিবেশ তৈরী করে, যেখানে বাবা তাদের ছেলে-সন্তানদের সাথে হেসে-খেলে বাকী জীবনটা আরামে-আয়াসে কাটিয়ে দেয়। এ যেন স্বর্গসুখের সন্ধান পায় সেই বাবারা। স্বার্থক সেই জন্ম, নমস্য সে সকল সন্তানদের! বাবাকে মৃত অবস্থায় দেখবে তারা চিন্তাই করে না। বাবাকে এক মুহূর্ত না দেখে যেন থাকতেই পারে না, শান্তি পায় না। বাবার পরামর্শ ও আশীর্বাদ নিয়ে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শুরু করে। সাফল্য ভাগ করে নেয় বাবাদের সাথে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার নিদারুন নিয়মে এই বাবাদের একদিন সবাইকে কাঁদিয়ে বিদায় নিতে হয় এ পৃথিবী থেকে। আদর্শ পিতার সন্তানরা প্রতিদিন তার কবরে প্রার্থনা করে, বাবার নামে প্রার্থনা সভার আয়োজন, ফকির-মিস্কিনদের খাওয়া, কাপড়-চোপড় ও অর্থ সহায়তা দেয় সবসময়। অন্যদিনে সমাজের স্বার্থান্বেসী ছেলে/মেয়েরা বাবার মৃত্যুর পর কোনরকম কবর দিয়ে আসতে পারলে যেন বাঁচে! কবর দিয়ে ঘরে যাওয়ার সাথে সাথে বাবার অনুপস্থিতি তাদেরকে আরো আনন্দিত করে, তারা ভাবে বাবার অর্থের মালিক এখন শুধুমাত্র তারা। আর কে কি বলবে!

পরিবার বিশ্লেষণে দেখা যায়, একই পরিবারে সকল সন্তান সমান হয় না। বাবার আদর্শে গড়া আদর্শবান ছেলে/মেয়েরা ঠিকই বাবাদের যত্ন ও স্মরণ করে। বাবারা তাদের জন্য কি না করেছে, তাদের কানে প্রতিধ্বনিত হয় বাবার আদরমাখা ডাক, খেলার সাথী হিসেবে বাবা ছিল, সাইকেল চালানো শিখতে বাবা ছিল, হাত ধরে স্কুলে নেয়ার সময় বাবা, নানান বায়না মিটানোর সময় বাবা, এমনকি সেলুনে চুল কাটতে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি স্মৃতি বার বার তাদের হৃদয়কে বিষন্ন করে তুলে। নিরবে সবার আড়ালে বাবার জন্য তারাই চোখের জল ফেলে ও বাবার আত্মার শন্তির জন্য প্রার্থনা করে প্রতিদিন।

বর্তমানে চাকুরি ও স্বীয় সংসারের দায়িত্ব ব্যতিরেকে সবাই ব্যস্ত। এই যান্ত্রিকতায় বাবাদের এমন আদর, স্নেহ, ভালোবাসা, সেবা-যত্ন কিছুই করার জন্য সময় হয়ে ওঠেনা বেশীরভাগ ব্যস্ত সন্তানদের। শুধু-মাত্র প্রকৃত বাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী ছেলে/মেয়ে/সন্তানরাই বাবাদের স্মরণে আবেগতাড়িত হয়ে, বাবাদের শূন্যতা উপ-লব্ধি করে। তারা প্রায়শঃ কেঁদে কেঁদে বলে," বাবা কতদিন ... কতদিন দেখি না তোমায়, কেউ বলে নাতো তোমার মতো ওরে খোকা কাছে আয়"! সংসারের ভারে ভারাক্রান্ত হয়েও প্রকৃত মননশীল সন্তানরা বারবার যেন শিহরিত হয়ে তাড়িত হয় ও মনে মনে বলে, "কতদিন যাই না বাবার কবরে"। বাবার কবরে দেইনা বাতি। অথচ এই বাবারাই গভীর রাতে ভয় কাটানোর জন্য পাশে গিয়ে শুতো, ঘরের অন্ধকার দূর করতে ডিম লাইট বা হারিকেনের আলো ছোট করে দিত। সন্তানরা আলাদা রুমে থাকাকালে সকলের আগোচরে গভীর রাতে উঠে চেক করতো, কেমন করে শুয়েছে ছেলে/মেয়েরা, ঠাণ্ডা/ গরম লাগবে নাকি?, মশারী দিয়েছে নাকি, ভয়ে না ঘুমিয়ে রয়েছে নাকি?-ইত্যাদি ইত্যাদি। শত অবহেলা ও ঘৃণা সহ্যকারী বাবারা মাটির এই অন্ধকার ঘরে শুয়ে থেকেও যেন সকল সন্তানদের মঙ্গল প্রার্থনা করে যাচ্ছে অবিরত!

বেশিরভাগ বাবারাই দিক নির্দেশক বস্তুর মতো এক প্রাণবন্ত সত্তা, সময় অসময়ে সন্তানদের শাসন করেন, বকাঝকা করেন, দু'একটা কটু কথা শুনায়। যার জন্য প্রায় পরিবারে বাবাকে বাঘের মতো ভয়ও পায় অনেক সন্তানরা। পরিবারের প্রত্যেক সন্তানদের ভবিষ্যত গড়নে ও গঠনে সমান ভূমিকা রাখেন এই বাবা। বাবাদের শূন্যতাই বাবা হওয়ার উপলব্ধি ফিরে আসে সন্তানদের। তাইতো গানের সুরেও বেজে উঠে-"আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান, সেদিন হতে গানই জীবন, গানই আমার প্রাণ"। প্রত্যেক সন্তানদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে বাবার প্রতি যথার্থ যত্ন, মমতা, ভালোবাসা ও তার শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন অনুশীলন প্রয়োজন। আদর্শ পরিবারগুলোকে মডেল হিসেবে সামনের সারিতে তুলে ধরে সমাজের সকল সন্তানদের মাঝে তাদের ভালো চর্চাগুলোকে প্রতিফলন ও অনুসরণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন বাবাদের সকলকে একজোট হয়ে এগিয়ে আসা সন্তানদের সুন্দর বিকাশের জন্য, সুন্দর মনন গঠনের জন্য ও সুন্দর বিষয়গুলো চর্চার জন্য। বাবাদেরও দায়িত্বের একাংশে পরিবারে সন্তানদের সময় দিতে হবে, পরস্পর সংলাপ ও আলোপ-আলোচনা করতে হবে, বাবার সাথে বাইরে যেতে হবে,অন্য বাবাদের সাথে কথা বলতে হবে। বাবারা পরিবারের অবলম্বন হিসেবে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে সন্তানদের মাঝে। তাহলে সমৃদ্ধির আগামীদিনে বৃদ্ধাশ্রম নামের সেই স্নেহ-শঙ্খনীল কারাগারে আবদ্ধ থাকবেনা পৃথিবীর কোন বাবা। সকল বাবাদের প্রতি সন্তানদের সম্মান, ভালোবাসা ও মর্যদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবীটা ভরে উঠবে বাবাদের আশীর্বাদে পুষ্ট শান্তিময় আবাসস্থল। বাবা দিবসে সশ্রদ্ধ ভক্তি ও ভালোবাসা সকল বাবাদের প্রতি!

বাবা তোমায় ভালোবাসি

অন্তিম আন্তনী নকরেক

প্রিয় আমার বাবা তুমি
আমায় তুমি ভালোবাসো তা আমি জানি
সব সময় থেকো পাশে
হাসি আনন্দ-বেদনার মাঝে।
তুমি আমার আনন্দ, আমার হাসি
তাইতো তোমাকে আমি এত
ভালোবাসি।
তোমার আদরমাখা ভালোবাসা
দেখায় আমায় নতুন পথের দিশা,
তুমিতো আমার কাছে
ঈশ্বরের একটি উপহার
যা আমি কখনো পারবো না
করিতে প্রত্যাহার।
দিবসে নিশিথে কত পরিশ্রম কর
আমাকে মানুষরূপে গড়ে তুলতে,
তাইতো তোমার মহান সেবা ও
ভালোবাসা
পারি নাকো আজও ভুলতে।
তুমিই আমার আনন্দ, আমার হাসি
তাইতো তোমাকে আমি এত
ভালোবাসি।

যিশু-হৃদয়

স্ট্যানলী আজিম

যিশু তোমার হৃদয়
আমায় করেছে টান
তোমার সুনির্মল হৃদয়
আমায় দিয়েছে প্রাণ।

যিশু তোমার হৃদয়
আমায় করবে প্রাণময়
তোমার হৃদয় জ্বলবে
আবার দীপশিখাময়।

হৃদয়ে জ্বেলেছ আলো
যিশুই জীবনের আলো
তোমার দীপ্তিময়শিখা
সকল রোগীদের করবে ভালো।

ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও নির্ভরতার আরেক নাম “বাবা”

রনেশ রবার্ট জেত্রা

২০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। জুন মাসের তৃতীয় রবিবার। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এই দিনে **“বাবা দিবস”** পালন করা হয়। বিশ্বের সকল বাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান জানাতেই ‘‘বাবা দিবস’’ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও পালিত হয়ে আসছে। বাবা মানেই ভালোবাসা, বাবা মানেই নিরাপত্তা ও নির্ভরতা। বাবার জন্যই আজ আমরা জীবন পেয়েছি। তিনিই আমাদের জীবনকে পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করেছেন। বাবা-ই পরিবারের সকলের প্রতি ভালোবাসা, নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন। তিনি ভালোবাসেন বলেই আমরা তার ভালোবাসার উপর আমাদের নির্ভরতা রয়েছে।

‘বাবা’ শব্দের সাথে মিশে আছে ভালোবাসা নামক শক্তি। তিনি অনেক সময় তার সন্তানদের এবং পরিবারের অন্যান্য সমস্যদের নীরবেই ভালোবেসে যাই। আমরা অনেকেই হয়তো তা উপলব্ধি করি না বা সচেতন নই। আমরা যদি আমাদের বাবাদের নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে, তিনি কতটা তার পরিবারকে এবং তার সন্তানদেরকে ভালোবাসেন। তা আমরা আমাদের বাবাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে দেখতে পাই। তাদের ভালোবাসাকে বুঝতে হলে তাদেরকে সময় দিতে হবে, তাদের পাশে থেকে অভিজ্ঞতা করে তার ভালোবাসা উপলব্ধি করতে হবে। তিনি শুধু সন্তানদেরকে পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করেই থেমে থাকেননি। বরং, সন্তানকে জন্ম থেকে শুরু করে মানুষ করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ, তিতিক্ষা, শাসন এবং নিজের স্বাধীনতাটুকু বিসর্জন দেন। পরিবার ও সন্তান-সন্ততি যেন নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করতে পারেন, তার জন্য একজন বাবা আর্থিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তিনি সন্তান ও পরিবারকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ, বাবা হলেন আমাদের চারিদিকের নিরাপত্তাবেষ্টনী। একজন বাবার ভালোবাসায় তার সন্তান নিরাপত্তা খুঁজে পায়।

বাবার ভালোবাসায় রয়েছে নির্ভরতা। একজন বাবা তার সন্তানকে এমন ভাবেই ভালোবাসেন যেখানে তাঁর সন্তান নির্ভরতা খুঁজে পায়। বাবার ভালোবাসায় নির্ভরতা রয়েছে বলেই একজন সন্তান তার বাবার কাছ থেকে অনেক সময় অনেক কিছুই নির্ভয়ে আবদার করতে পারে। পৃথিবীতে একজন বাবা যে সত্যিকারের ভালোবাসার এবং নির্ভরতার মানুষ তা সচেতনভাবে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি না করলে বুঝা কঠিন। আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি বাবার ভালোবাসা অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি করেছি এবং করছি। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন পরিবারে অভাবের সীমা ছিল না। এমনকি বাড়িতে অনেক সময় খাবার থাকতো না। বাবা অন্যের বাড়িতে রাখালের কাজ করতেন। সেখানে তার মালিক সদয় হয়ে যে খাবার বাবাকে দিতেন সে খাবার আমাদের জন্য নিয়ে আসতেন। আর আমরাও বাবার উপর নির্ভর করেই খাবারের অপেক্ষায় থাকতাম। আমরা বিশ্বাস করতাম যে, বাবা আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসবেন। আর বাবা সত্যিই আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতেন। বাবার ভাগের যে খাবার সে খাবার আমি ও আমার ছোট ভাইয়ের জন্যই শেষ হয়ে যেত। বাবা-মা পানি খেয়েই অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়তেন। অর্থাৎ বাবা-মায়ের এই ত্যাগস্বীকার সন্তানদের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাবার ভালোবাসা আছে বলেই বাবার উপর নির্ভরতা খুঁজে পেয়েছি। বাবা যে আমাদের কতভাবে ভালোবসেন তার এই ত্যাগস্বীকারেই তা প্রকাশ করেন। তিনি এমনই একজন বাবা যিনি নিজের সুখের চিন্তা না করে নিজের সন্তানের এবং পরিবারের কথা চিন্তা করেন। সন্তান ও পরিবারের সুখই তার মনের সুখ। সন্তানের আনন্দই তার আনন্দ।

প্রত্যেক সন্তান-ই বাবার কাছে আশা করে আদর, ভালোবাসা বা স্নেহ-যত্ন। তাইতো প্রত্যেক বাবাই চেষ্টা করে তার প্রতিটি সন্তানকে আদর, ভালোবাসা ও স্নেহ-যত্ন দিতে। তিনি কোন সন্তানকে কম ভালোবাসেন না। তিনি হোক শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বা আর্থিকভাবে অসচ্ছল, তবুও তিনি কোনো সন্তানকে তার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেন না। তার সন্তান মেয়ে হোক বা ছেলে হোক তার কাছে সন্তান তো সন্তানই। তিনি সকল সন্তানকেই একই ভালোবাসা বা আদর-যত্ন দিয়ে থাকেন। যা ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার বাবাকে দেখেছি। আমি একবার কোনো এক জায়গা থেকে বাড়িতে ফেরার পথে বাবাকে একটা প্যান্ট ও শার্ট কিনে দিতে আবদার করেছিলাম। যদিও তার হাতে রাস্তা-খরচ ছাড়া কোনো টাকাই ছিল না, তবুও তিনি আমার আবদার পূরণ করেছিলেন। শুধু যে তিনি আমাকে প্যান্ট-শার্ট কিনে দিলেন তা নয় বরং বাড়িতে থাকা ছোট ভাই ও দিদির জন্য তিনি কিছু কাপড় কিনে নিলেন। অর্থাৎ, তিনি কোনো সন্তানকেই কম ভালোবসেন না। সন্তান হিসেবে বাবার কাছে আমাদের চাওয়া-পাওয়ার কোনো শেষ নেই। কারণ বাবার ভালোবাসায় মিশে আছে নির্ভরতা। বাবা আমাদের ভালোবাসেন বলেই আমরা সন্তান হিসেবে তার মধ্যে নির্ভরতা খুঁজে পাই। আমরা যখন সন্তান হিসেবে ভুল পথে যাই বা বিপথগামী হয়ে বাবাকে ছেড়ে চলে যাই এবং একসময় নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে বাবার কাছে ফিরে আসতে চাই, তখন আমরা নির্ভয়ে ফিরে আসি কেন? এর মূল কারণ হলো সন্তান হিসেবে আমরা বাবার মধ্যে নির্ভরতা খুঁজে পাই। অর্থাৎ বাবা শব্দের মধ্যে নির্ভরতা নিহিত। একজন সন্তান বিশ্বাস করে যে, তার বাবা কোনদিন তাকে ত্যাগ করবে না। আর সত্যিকার অর্থেই একজন বাবা সে কাজটা করেন না। তাই একজন বিপথগামী সন্তান ফিরে আসলে বাবা সেই সন্তানকে বুকে টেনে নেন। যা আমরা পবিত্র বাইবেলের লুক লিখিত মঙ্গলসমাচারে ১৫:১১-৩২ পদে এর দৃষ্টান্ত দেখতে পায়। সেখানে দেখি যে, বিপথে যাওয়া ছেলেটি অনুতপ্ত হয়ে বাবার কাছে ফিরে আসার চিন্তা করলো এবং ফিরেও এসেছিল। অর্থাৎ এর মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায় বাবার প্রতি ছেলেটির নির্ভরতা। ছেলেটা জানতো যে, তার বাবা তাকে ভালোবাসেন। তাই ছেলেটি বাবার ভালোবাসায় নির্ভর করেই ফিরে এসেছিল। অর্থাৎ বাবা শব্দের মধ্যে যেমন ভালোবাসা মিশে আছে তেমনি বাবার ভালোবাসার মধ্যে নির্ভরতাও মিশে আছে। বাবার উপর নির্ভর করে পরিবারের সন্তান ও স্ত্রী সবাই জীবন পথে এগিয়ে যায়। বাবার উপর নির্ভরতা রয়েছে বলেই একজন সন্তান তার জীবনপথ খুঁজে পায়। বাবা মানেই ভালোবাসা, বাবা মানেই নিরাপত্তা ও নির্ভরতা। যে বাবার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নিরাপত্তা বেষ্টনী ও নির্ভরতায় একজন সন্তান জীবনের মানে বা অর্থ খুঁজে পায় সেই বাবা যখন জীবন সংগ্রামে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে যে সময়টায় ভালোবাসা ও একটু নির্ভরতা খোঁজেন সেখানে সন্তান হিসেবে সেই বাবাকে উপেক্ষা করা আমাদের উচিত হবে কি?

যিনি আমাদের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের আদর, ভালোবাসা, স্নেহ, সেবা-যত্ন করে তার সারা জীবনটাই আমাদের জন্য ঢেলে দিয়েছেন, সেই বাবাকে উপেক্ষা করা কোনো ভাবেই উচিত হবে না। যারা অবজ্ঞা ও অবহেলা করে থাকে, আসলে তারা নিষ্ঠুরতার পরিচয়ই প্রকাশ করে। জীবনের বেলা শেষে এসে অর্থাৎ বাবা যখন বৃদ্ধ বয়সে এসে সন্তানের উপর নির্ভর করে একটু ভালোবাসা ও সেবা-যত্ন খুঁজেন, তখন সন্তান হিসেবে আমি-আপনি আমরা সবাই কতটুকু

সেই বাবাকে ভালোবাসা ও সেবা-যত্ন দিয়ে থাকি? নাকি আমরা আমাদের সুবিধার কথা ভেবে স্বার্থপরের মতো আমাদের বৃদ্ধ বাবা-মা'কে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিই? আজ বিশ্ব "বাবা দিবস" উদ্‌যাপন আমাদেরকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করার বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছে। সব ধর্মেই পিতা-মাতাকে সম্মান করার কথা বলা হয়েছে। আমাদের খ্রিস্টানদের পবিত্র বাইবেলেও বলা হয়েছে- "কাজে কথায় তোমার পিতাকে সম্মান কর, যেন পিতার আশীর্বাদ তোমার উপর নেমে আসে" *(বেন সিরা ৩:৮)*। অর্থাৎ, আমরা যেন আমাদের বাবাকে শুধু মুখের কথায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি বলেই মানুষকে প্রচার না করি, বরং কথার সাথে আমাদের কাজেও যেন বাস্তবে পরিণত করি। আবার পবিত্র বাইবেল এই কথাও বলে যে, "সন্তান, তোমার পিতার পরিণত বয়সে তার অবলম্বন হও, তার জীবনকালে তাকে দুঃখ দিয়ো না" *(বেন সিরা ৩:১২)*। পবিত্র বাইবেল যেখানে বৃদ্ধ বা বার্ধক্য বয়সে বাবাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করতে না করা হচ্ছে, সেখানে আমরা কিভাবে আমাদের বাবাদের অবহেলা করতে পারি? কিন্তু বাস্তবতায় এমন নিষ্ঠুর সন্তানদের আজ দেখা যায় যে, যারা স্বার্থপরের মতো নিজের সুবিধার কথা চিন্তা করে বৃদ্ধ বাবাকে বোঝা মনে করে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে দেয়। এমনকি রাস্তার মধ্যেও অনেক সময় রেখে যায়। অথচ, যে বাবা সারাজীবন সন্তানের মঙ্গলের জন্য সর্বদা কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা করে নিজের জীবনের সুখ-আনন্দকে বিসর্জন দিয়েছেন, সেই বাবা'কে শেষ বয়সে একটু ভালোবাসা দিতে আমরা অনেকেই অবহেলা বা অবজ্ঞা করে বসি। অথচ সন্তান হিসেবে যা আমাদের করা উচিত নয়।

আমরা এখন আমাদের বাবাদের সাথে যেমন ব্যবহার করছি বা বাবাদের প্রতি আমাদের যে পরিমাণ ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করছি, ঠিক সেইরূপভাবে আমাদের প্রতিও আমাদের সন্তানেরা প্রতিদান দিবেন। সে কথা পবিত্র বাইবেলও আমাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছে। পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে "তোমরা নিজেরা এখন যে মাপকাঠিতে অন্যকে মেপে নিচ্ছ, তোমাদেরও একদিন সেই মাপকাঠিতেই মাপা হবে"*(মথি- ৭:২)*।

"বাবা দিবস" পালন করার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই দিনে আমরা যেন আমাদের বাবাদের জন্য দিনটা সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করি। এই দিনে আমরা প্রত্যেকে যেন বাবাকে সময় দিই। তার মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করি এবং বাবাকে নিয়ে সচেতনভাবে একটু চিন্তা করি। যিনি রাত-দিন আমাদের মঙ্গলের জন্য পরিশ্রম করেছেন, সেই বাবাকে আমরা যেন তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত ভালোবাসি, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি যখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েন, তখন তিনি অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং শিশুর মতো হয়ে যান। আমরা যখন সন্তান হিসেবে বাবার উপর নির্ভরশীল ছিলাম, তখন আমাদের বাবা আমাদেরকে কোনদিন দূরে ঠেলে দেননি, তেমনি তিনি যখন সন্তানদের কাছে একটু ভালোবাসা, সাহচর্য ও নির্ভরতা খোঁজেন তখন আমরা কেন তাকে অবহেলা করবো ?

তাই আসুন এই "বিশ্ব বাবা দিবসে" আমরা বাবাদের নিয়ে একটু সচেতনভাবে চিন্তা করি এবং তাদের ভালোবাসা উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা করি। প্রতিটি বাবাকে জানাই "বিশ্ব বাবা দিবসের" ভালোবাসা পূর্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বাবা হোক আমাদের প্রেরণা, ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও নির্ভরতা ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার-

১. পবিত্র বাইবেল (জুবিলী ও মঙ্গলবার্তা)

২. প্রতিবেশী প্রকাশনী-২০১০ খ্রিঃ (সন্তানই বাবার ভালোবাসার পূর্ণতা বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস)

আসুন আমরা পজেটিভ চিন্তা করি

মালা রিবেরু পামার

বিচিত্র আমাদের এই পথচলা, চলার পথে আমাদের বিভিন্ন মানুষের সাথে চলতে হয় এবং এক এক জনের জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে উদাহরণ হয়ে থাকে। সফল মানুষের পথচলা, কর্মকাণ্ড আমাদেরকে উৎসাহিত করে নতুন কিছু করার, জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে। আবার কিছু মানুষের আচরণ, কথা সবসময় হয় নেতিবচক, তারা সবকিছুতে অন্যের দোষ ধরায় ব্যস্ত থাকে।

মনোবিজ্ঞানীদের ভাষ্যমতে মানুষের দুইরকমের চিন্তাধারার কারনে এই রকমের আচরণ হয়ে থাকে-১.পজেটিভ অথবা হ্যাঁ-বোধক ২.না-বোধক চিন্তাধারা। এই হ্যাঁ-বোধক চিন্তাধারা মানুষকে পরিচালিত করে মানুষকে ভালো কাজ করতে এবং না-বোধক চিন্তাধারা খারাপ কাজ করতে। এই দুইরকমের চিন্তা কর্মকাণ্ড তৈরি করে বাবা-মা, চারিপাশের মানুষ, আত্মীয়ও বন্ধুবান্ধব। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একজন ছয় বছরের শিশু ছেলে খেলা করতে গিয়ে পাশের বাড়ীর আরেকটা ছেলের হাত ভেঙ্গে দিয়েছে, বাবা-মা জানে তার ছেলে অন্যায় করেছে, কিন্তু তা জানা সত্ত্বেও বাবা-মা ওই ছেলের বাবা-মার সাথে গিয়ে অন্যায়ভাবে ঝগড়া করে এসেছ। এতে কিন্তু মনের অজান্তে তার ছেলেকে একটা অন্যায় শিক্ষা মনের/চিন্তায় রোপন করে দিয়েছ। কিন্তু এর পরিবর্তন তাকে মা-বাবা যদি শাসনের সুরে বলতো তুমি অন্যায় করেছো, ক্ষমা চাও। তাহলে সে ছোটবেলা থেকে ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারতো, তার চিন্তা সঠিক পথে চলতো এবং হোক ব্যক্তিজীবনে বা পেশাগত জীবনে যেকোন সিদ্ধান্ত বিবেক বুদ্ধি দিয়ে পরিচালনা করতো।

বিশ্ববিখ্যাত অস্টিয়ান মনোবিজ্ঞানী সিগমেয়ট ফ্রয়েট (Sigmud Fuead) মানুষের আচরণকে গবেষণা করেছেন, এবং তার ভাষ্যমতে মানুষের চিন্তা এবং চিন্তর বহিপ্রকাশ আচরণ/কাজকে পরিচালনা করে তিনটি উপাদান। **যেমন:**

১. আইড (ID)

২. ইগো (Ego)

৩. সুপারইগো (Superego)।

ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যায় যে, আইড হচ্ছে আমাদের অদম্য চাওয়া, যখন-তখন অবচেতন মনের চাওয়া, সুপারইগো হচ্ছ বিবেক বুদ্ধি, বিচার যা মানুষের অবচেতন মনের চাওয়াকে বিবেক, বিচার মাধ্যমে আয়ত্তে রাখে, সর্বশেষ ইগো হচ্ছে চাওয়া এবং বিচার বা বুদ্ধি দিয়ে পরিচালিত হয়ে আচরণ বা কাজে প্রকাশ করা। সুতরাং আমরা সঠিক বিচার, বিবেক ও সুন্দরকাজের জন্য তৈরি হলে আমাদের যত আদম্য চাওয়া, চিন্তাকে প্রতিহত করে পজেটিভ অথবা হ্যাঁ-বোধক কাজ করতে উৎসাহিত হবো।

ইতিহাসের পাতায় আমরা অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের পজেটিভ কর্মকাণ্ড ও চিন্তাধারার কথা জানি যেমন মাদার তেরেসা জাতি, ধর্ম সবার জন্য সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, অমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ও দক্ষিন আফ্রিকার নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা সারা বিশ্ব থেকে সাদাকালো বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করেছেন এবং অনেকটা সফলও হয়েছেন। তাই আজ সবাই শ্রদ্ধার সাথে তাদের স্মরণ করেন।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি খারাপ কাজ বা চিন্তাধারার জন্য ঘৃণিত ব্যক্তি (যেমন মীরজাফর, এডলাফ হিটলার) যাদের নাম মানুষ মুখে আনতেও ঘৃণা করে। সুতরাং আমাদের চিন্তাধারা পরিচালনা করি আবেগ নয় বিবেক দিয়ে, তাহলে আমাদেরকে ঘৃণা নয় সম্মানে স্মরণে রাখা হবে॥

বাবা তোমার জন্য চিঠি

শৈবাল এস গমেজ

প্রিয় বাবা,

আমার ভালোবাসা নিও। আশা নয়, বিশ্বাস করি তুমি ঈশ্বরের ভালোবাসায় ও স্নেহে ভালই আছো। আমি আছি অনেকটা পানি ছাড়া যেমন শুকনো গাছ, প্রাণ ছাড়া যেমন প্রাণী এবং তোমায় ছাড়া আমি। বাবা অনেক দিন হয়ে গেল তোমায় আমি দেখি না। মনটা শুধু তোমায় একটু দেখতে চায়, তোমার ভালবাসা একটু পাবার জন্য মনটা আমার ব্যাকুল হয়ে বসে থাকে। তবুও তোমার কোন দেখা মেলে না।

জানো বাবা, এখন প্রায় প্রতিদিনই তোমার সাথে আমার ফেলে আসা পুরনো দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে। সেই শৈশবকাল থেকে এখন পর্যন্ত। বাবা আমার এখনও মনে পরে, আমি যখন ছোট, মাত্র আমার বুঝার জ্ঞান হয়েছে তখন তুমি ছিলে আমার খেলার সাথী, আমাকে তুমি অনেক আদর ও ভালোবাসা দিয়েছ। আমায় কিভাবে জানি, তোমার পিঠে গামছা দিয়ে পেচিয়ে ঘুরাতে ঠিক মনে নেই, তবুও আমার ঝাঁপসা ঝাঁপসা কিছু মনে আছে। কোথাও কোন মেলা বা কোথাও তুমি গেলে আমার জন্য তুমি কিছু না কিছু নিয়ে আসতেই। আর তা যদি আনতে ভুলে যেতে তাহলে কি রাগটাই না আমি তোমার সাথে করতাম। আর তুমি আমায় সেই রাগ ভাঙ্গাবার জন্য কত রকম প্রতিশ্রুতি ও কত কথা বলে আমায় রাগ ভাঙ্গাতে। আজও সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে আমার বাবা।

বাবা ছোট থেকে এ পর্যন্ত আমার জ্ঞান হওয়ার ভেতর আমার আজও মনে পড়ে না যে, তুমি আমায় মেরেছ বা কঠোর ভাবে বকা-ঝকা দিয়েছ। সব সময়ই যেকোন ভুল করলে তুমি আমায় ঠাণ্ডা মাথায় তা বুঝিয়ে দিয়েছ। আর দেখ বাবা সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমার জীবনে আর দ্বিতীয়বার সেই ভুল হয় নি।

বাবা, আজও আমার মনে পড়ে সেই দিনটার কথা, যে দিন তুমি অসুস্থ হয়ে পরলে। সকালে তুমি বেশ ভালই ছিলে হাশি-খুশি মুখে। সুন্দর আমাদের সাথে সকালের নাস্তাও সাড়লে। তখনও তোমার কিছু হয়নি, হঠাৎ দুপুরে তোমার বুকব্যথা শুরু হয় আর তুমি শুধু বললে-"ও কিছু না সেরে যাবে।" কিন্তু না, তা আর সারলো না, ঐ থেকে শুরু হয় তোমার প্রায়ই বুক ব্যথা। তাই তোমায় ডাক্তারের কাছে পাঠালাম। ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে, তোমার চেকাপের পর যা জানা গেল তা আর আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না । তোমার যে ফুসফুস নষ্ট হয়ে গেছে তা আমার কল্পনায় আসে না, সাথে এও জানলাম তোমার একটা বাজে অভ্যাস আছে সিগারেট খাওয়া। মা তোমার অসুস্থ তার কথা শুনে অনেক কান্না-কাটি করেছিল।

সেই থেকেই প্রায় একমাস পর তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে সেই অজানার দেশে। তোমার চলে যাওয়া কোন ভাবেই আমি মানতে পারছিলাম না। যাই হোক তুমি চলে যাবার পর মা আমাদের তোমার রেখে যাওয়া কর্মগুলোর কথা আমাদের সব বলেছে। তুমি কিভাবে নিজের জীবনকে আমাদের জন্য দিয়ে গেছো তা সব বলেছে। তুমি আমাদের জন্য নতুন নতুন পোষাক কিনে দিতে এবং হাত-খরচ দিতে তবুও নিজের জন্য কিছু কিনতে না ও বাড়তি কোন খরচ করতে না, তাও মা বলেছে। কেন বাবা এ রকম ত্যাগ-স্বীকার করার কি দরকার ছিল, তুমি নিজে নতুন কাপড় না নিয়ে নিজে আজে বাজে খরচ না করে আমাদের দেয়া কি দরকার ছিল। বাবা তুমি চলে গিয়েও কিন্তু আজও তুমি আমার মাঝে জীবিত আছ। তুমি যে আদর্শ রেখে গেছো তা আমার জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তুমি জীবিত ।

বাবা, আমি জানি তুমি এখন স্বর্গে পরমপিতার সান্নিধ্যে আছ। কারণ এ রকম একজন নিরব আর্দশ পিতা কখনও নরকে স্থান পেতে পারে না। বাবা, আমি পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার মত পিতা পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে ঘরে একটি করে যেন নিরবকর্মী পিতা তৈরী হয়।

ইতি তোমার আদরের ছেলে "সৃজু"।

বাবা তুমি ভালবাসা

সিস্টার আন্না সুজলা এসসি

সেদিন বিকেলবেলা রঞ্জনের সাথে চন্দ্রিমা উদ্যানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আকাশ একটু মেঘলা ছিল, তাই তাড়া করছিলাম দু'জনে তাড়াতাড়ি ফিরবো নিজ নিজ বাসায়। যেতে যেতে দেখি রাস্তার অন্য পাশ দিয়ে বাবার বয়সী একজন ভদ্রলোক মনে হয় তার মেয়ের সাথে এদিকে হেঁটে আসছিলেন। এমন সময় দেখি একটা মর্মান্তিক দৃশ্য, দুচোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, হঠাৎ একটা দ্রুতগামী মিনিবাস এসে ঐ ভদ্রলোককে এমন ধাক্কা দিল যে তিনি রাস্তার মাঝখানে ছিটকে পড়লেন, কিন্তু মেয়েটির আবার কিছু হয়নি। তখনই রাস্তার সব লোক তাড়াতাড়ি করে ঐ ভদ্রলোককে হাসপাতালে নিতে লাগলো, যদিওবা ক্ষতিকর কিছু হয়নি শুধু একটু রক্তক্ষরণ হয়েছে। আমার ভেতরটাও কেমন ভয় ভয় লাগছিল, মায়া লাগছিল বাবার বয়সী ঐ ভদ্রলোকটির জন্য। এতক্ষণে আমি যখন পাশে থাকা রঞ্জনের মুখের দিখে তাকালাম, সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম, তার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ভেতরের এক চাপা কষ্টের হাহাকার যেন তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আমি শুধু তার হাতটি ধরে বললাম..." এই রঞ্জন, তোমার কী হয়েছে? কথা বলছনা যে"... সে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে কষ্ট ভরা মন নিয়ে বলল ... অঞ্জনা, আমার বাবার কথা খুব মনে পড়ছে, একমুহূর্তের জন্যও বাবাকে ভুলতে পারছি না, মনের ভেতর কি যে একটা অপূর্ণতা অনুভব করি তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। এসব বলতে বলতেই দেখি আকাশ থেকে ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। আমরা দৌড়ে তাড়াতাড়ি করে একটা সিএনজিতে উঠলাম। নীরব ছিলাম দুজনে, খুব অল্প সময়েই পৌঁছে গেলাম যে যার বাসায়। কিন্তু সেদিন রঞ্জন আগেই সিএনজি থেকে নেমে গিয়েছিল তাই হয়তো খেয়াল করেনি যে তার পকেট থেকে একটি চিরকুট পড়ে গিয়েছিল নিচে।

আজ জানালার ধারে বসে ঐ ঘটনাগুলো খুব মনে পড়ছিল আমার। চিঠিটা আমি খুলতে চাইনি, দ্বিধা লাগছিল, বিনা অনুমতিতে কারো চিঠি পড়া কি ঠিক হবে আমার? তবুও মন মানছিল না। চিঠিটা খুললাম এবং খুলে দেখি এখানে লেখা ছিল...

প্রিয় বাবা,

তোমাকে খুব miss করছি। খুব ভালবাসি তোমায়। তবুও কোনদিন সুযোগ হয়ে উঠেনি তা বলার। বাবা, তুমি আমার জীবনের পৃষ্ঠার সূচনা। তুমি ছিলে আমার বন্ধু, জীবনের পূর্ণতা, বেঁচে থাকার স্বার্থকতা, জীবনের আদর্শ, পথ চলার শুরু, যে পথ দিয়ে আজো হেঁটে চলেছি। মাঝে মাঝে মনে হয় সবই আছে জীবনে আমার শুধু তুমি নেই পাশে। মায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারি না, ভাইদের একট বড় আশ্রয় ছিলে তুমি। কিইবা এমন ক্ষতি হতো যদি তুমি আমাদের সাথে থাকতে? তোমার ব্রেন স্ট্রোক, তোমার সেদিনের হঠাৎ করে চলে যাওয়া, আজো মনে হয় যেন বড় একটা পাথর দিয়ে বুকে চেপে আছি। নিজের মাঝে নিজেকেই অপূর্ণ মনে হয় বাবা। শত কষ্ট হলেও এই বিশ্বাস রেখেছি যে, তুমি স্বর্গ থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করছো প্রতিনিয়তই, জানি একদিন দেখা হবে স্বর্গে গিয়ে, ততদিন পর্যন্ত শুধু ভালোবাসার অপেক্ষা। ভালো থেকো বাবা।

ইতি,

তোমার আদরের রঞ্জু

চিঠিটা পড়ে বুঝলাম বাবার জন্য রঞ্জনের ভালোবাসা কতটা গভীর ছিল, আজ তার বাবা নেই বলে সেই অপূর্ণতার অনুভূতি তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে জীবনের চরম সত্যি, বাবা মানে কি? অসময়ে বাবাকে হারানোর ব্যাথা ব্যাখ্যা করার জন্য পৃথিবীর কোন ভাষায় তার জন্য যথেষ্ট নয়। বাবা শব্দের মধুরতা ও গভীরতা যেন মায়ের মতই ভালোবাসার আরেক রূপ। আমারও আজ মনে হচ্ছে বাবা-মা যেন আমার জীবনের বড় আশীর্বাদ। তাদের ছায়ায় আজও আছি সেই ভালবাসার আশ্রয়ে । ছোট বেলা থেকেই বাবাকে একটু ভয় পেতাম তার গম্ভীরতার কারণে, তবে আজ বড় হয়ে বাবাকে বলতে ইচ্ছে করে "প্রিয় বাবা, You are not the person of fear but a person of Love. বাবা তুমি ভালবাসা

সন্তানই বাবার ভালোবাসার পরিপূর্ণতা

দুর্জয় মিখায়েল দিও

পৃথিবীর এমন একজন মানুষ আছে যিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে কোনো স্বার্থের চিন্তা না করেই নীরবে নিভৃতে কাজ করে যান। আর তিনিই হলেন বাবা। আর বাবার জন্যই আমি, তুমি, আপনি, আমরা সবাই এ পৃথিবীতে এসেছি। বাবা যত অসুন্দর হোক না কেন সন্তানের কাছে বাবা তো বাবাই। আর সে আলোকে নির্ভর করে সন্তান অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে অগ্রসর হয়, জীবনের মানে খুঁজে পায়, জীবনের দিক নির্দেশনা লাভ করে, খারাপ, ভয়, দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা-বেদনা জরা অতিক্রম করার মনোবল অর্জন করে, দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়।

পরিবারের জন্য বাবা মস্তক স্বরূপ। মাথা যেমন সমগ্র শরীরকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে ঠিক তেমনি বাবাও একটি পরিবারকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া পরিবারকে সুখী ও সুন্দর করার নির্দেশনা দান করে। মাথা ছাড়া শরীরটা যেমন ভারসাম্যহীন ও অকেজো ঠিক তেমনি বাবা ছাড়াও পরিবারও ভারসাম্যহীন ও অকেজো। আর বাবার সাথে মিশে আছে আদর, স্নেহ, ভালবাসা, সোহাগ, দায়িত্ব-কর্তব্য, আবেগ, অনুভূতি ও আন্তরিকতা।

বাবা দিবসের সূচনার দিকে ফিরে যাই। মা দিবস যেমন মানুষ প্রথম পর্যায়ে মেনে নিতে চায়নি বাবা দিবস ও তদ্রুপ কেউ মেনে নিতে পারেনি। ফলে এটা প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে, অনেক কষ্ট, অনেক ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে। তবে কথায় বলে ভালো জিনিসের মৃত্যু নেই। অবশেষে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বাবাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য একটা বিশেষ দিন আমরা পেয়েছি।

যদিও বাবা দিবস পালনের জন্য প্রথম চেষ্টা করেন আমেরিকার ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া প্রদেশের রবর্টি ওয়েব ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুলাই। কিন্তু কেউ গ্রহণ করতে না চাওয়ায় তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে "ফাদার'স ডে" অর্থাৎ, বাবা দিবস পালনের ধারণা মিস সোনোয়ার মাধ্যমে প্রথম আমেরিকাতে শুরু হয় এবং পরে এটা ক্রমে ক্রমে বহু দেশে বিস্তার লাভ করে। অবশ্য সোনোরা চেয়েছিলেন জুনের যে কোন এক রোববার বাবা দিবস পালন করবেন। তাই তিনি ১৯ জুনকে বেছে নিয়েছিলেন।সেই হিসেবে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুনে আমেরিকায় প্রথম বাবা দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়। আর তাই মিস সোনোরা ডডকেই বা, বাবা দিবসের প্রবক্তা ধরা হয়। বাবার প্রতি সন্তানের ভালবাসা প্রকাশের জন্যই দিনটি বিশেষভাবে উৎসর্গীকৃত। তাই দিবসটি শুরুত্বের

সাথে পালিত হয়ে থাকে। এই দিবসটিকে কেন্দ্র করে সন্তান-সন্ততিগণ, তাদের বাবাকে উপহার, কার্ড, কেক, চকলেট, ফুল, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করে।

জুন মাসের ২য় রবিবারে বাবা দিবস পালন করার মধ্য দিয়ে বাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান এবং বাবাদের দায়িত্বশীলতার বিষয়টি সামনে চলে আসে। পবিত্র বাইবেলে বাবাদের সম্মান করার কথা বলা হয়েছে। যেমন: "সন্তান আমার, তোমার পিতার আজ্ঞা পালন কর, তোমার মাতার নির্দেশবাণী অবজ্ঞা করো না। তা সর্বদাই তোমার হৃদয়ে গেঁথে রাখ। *(প্রবচন ৬:২০-২১)*। পিতাদের পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে- তোমরা তোমাদের সন্তানদের রুষ্ট করো না ইত্যাদি। জগতের একজন পিতাকে যেমন সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। কেননা পিতাই পরিবারকে পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা দান করে।

জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বাবারা ত্যাগ করতে করতে নিজেদেরকে নিঃশেষ করে দেন, কিন্তু তারা চান পরিবারের সকলে যেন ভালো ও সুখে থাকে। তাছাড়া বাবার অবদানের কথা তো অস্বীকার করা যায় না। বাবা সারা জীবন সন্তান তথা পরিবারের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে। কারণ সে তার পরিবারকে সুখী দেখতে চায়, সন্তানকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তার সকল চিন্তা সন্তানকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। সে তার নিজের জীবনকে নিয়ে একটুক ও ভাবে না, কিন্তু যখন সে বৃদ্ধ হয়, দেহে শক্তি থাকে না, কাজ করতে পারে না, অপরের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন তার মতো অসহায় অভাগা মানুষ একটি-ও দেখা যায় না। যাদের জন্য সে সারা জীবন পরিশ্রম করছে তারাই তাকে দূরে ঠেলে দেয়। যত্ন করতে চায় না। অবজ্ঞা করে কথা বলতে চায় না, এমনকি অনেক সময় পিতা বলে ডাকতেও লজ্জাবোধ করে। শেষ জীবনে পিতা সন্তানের কাছে কিছুই চায় না, শুধু চায় একটু স্নেহ, যত্ন, আদর- সোহাগ, ভালবাসা, দয়া ও করুণা। তারা সন্তানের কাছে একটু সময় চায়, একটু সাহচর্য চায়, মনের দুটো কথা ব্যক্ত করতে কিন্তু তাও তাদের ভাগ্যে জোটে না। সারা জীবন যিনি কঠিন পরিশ্রম করে সমাজে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন শেষ জীবনে তার পুরস্কার হিসেবে আমরা তাকে দিই বৃদ্ধাশ্রমে তাদের জন্য আমাদের ঘরে বা ফ্ল্যাটে একটা রুমও খালি থাকে না। আসলে এগুলো এখন বর্তমান বাস্তবতায় সেটাই পরিলক্ষিত হচ্ছে সমাজগুলোতে। বাবাই তো পরিবারের একমাত্র সম্বল, তাই আমাদের এইরকম ব্যবহার করা উচিত না, বাবা কত না কষ্ট করে আমাদের সুখের জন্য, আর আমরা একসময় তার মূল্য দেই না। আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্মানটুকু আমাদের পিতা-মাতাদের দেখানো প্রয়োজন কেননা তাদের জন্যই তো আমরা।

বাবা হোক আমার প্রেরণা, বাবা হোক আমার চালিকাশক্তি, বাবা হোক আমার শেষ অবলম্বন, বাবা হোক আমার নির্ভরতা, বাবা হোক আমার সাহস, বাবা হোক আমার আশ্রয়, বাবা হোক আমার ভালবাসা, বাবা হোক আমার শেষ ঠিকানা॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
১. পবিত্র জুবিলী বাইবেল
২. প্রতিবেশী প্রকাশনী-২০১০ খ্রিস্টাব্দ

বাবা

অন্তিম আন্তনী নকরেক

বাবা! সন্তানের কাছে এক শাশ্বত, মহান, শ্রদ্ধেয় গভীর অনুভূতিপ্রবীন শব্দ। কী সন্তান, কি পরিবার সবার কাছে বাবা একটি আশ্রয়ের নাম, নির্ভরতার প্রতীক। বাবার অবদান, ত্যাগ সকল তুলনার উর্ধ্বে। বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক কখনও গভীর শ্রদ্ধার, কখনও ভয়ের, কখনও বন্ধুত্বের। এই বাবার শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ হচ্ছে তার সন্তান। এই বাবার প্রতি সকল মানুষের মনে পুঞ্জিভূত থাকে গভীর শ্রদ্ধা। যা কখনও প্রকাশ পায় না পূর্ণ মর্যাদায়। কখনও শ্রদ্ধা ভালোবাসার প্রকাশের পরিবেশ থাকে না পরিবারে। ঐতিহ্যগতভাবেই মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক থাকে অনেকটা অনানুষ্ঠানিক। আর দুরত্ব থাকে বাবার সঙ্গে। দূর থেকেই সন্তান লালন করে শ্রদ্ধা ভালোবাসা বাবার জন্য। বাবা, যার উপর নির্ভর করে একটি পরিবারের সকল ভরন-পোষন ও দায়-দায়িত্ব। যিনি পরিবারের কর্তা ও প্রধান। যিনি নিজে না হেসে পরিবারে সবার মুখে হাসি ফোটান। স্ত্রী-সন্তানদের সুখে-শান্তিতে রাখার জন্য, সন্তানদের মঙ্গল ও ভবিষ্যতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান। বাবা এমনই একজন মানুষ যিনি প্রতিনিয়ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, অর্থ উপার্জন করেন যাতে করে ছেলে-মেয়েরা ঠিকমত খাবার পায়, ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারে এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে। বাবা-ছেলে মেয়েদের সকল প্রয়োজন মেটাতে অন্যের বাড়িতে কাজ করেন এবং নিজে ছেড়া শার্ট গায়ে দিয়ে ছেলে মেয়েদের জন্য নতুন নতুন জামা-কাপড় কিনে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অর্থাৎ একটি পরিবারে বাবাই হচ্ছেন সবকিছু। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় আমরা দেখতে পাই বৃদ্ধ বাবার প্রতি সন্তানের অনেক অবহেলা, অযত্ন ও দূরত্ব বজায় রাখা ইত্যাদি। যে বাবা সারাটা বছর পরিশ্রম করে নিজের দুঃখকষ্ট ভুলে গিয়ে সন্তানদের সুখ-শান্তি এনে দিয়েছেন, নিজে অসুস্থ্য থাকা সত্বেও সন্তানদের সুস্থ রাখতে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। যিনি নিজে না খেয়ে সন্তানদের খাবার যোগান এবং সন্তানদের মুখ উজ্জ্বল রাখতে নিজেকে তিলে-তিলে শেষ করে দেন, আজ সেই বাবা সন্তান বেঁচে থাকতে অবহেলায়, অযত্নে, রোগে-শোকে ভালোবাসাহীন অবস্থায় জীবন-যাপন করছেন। আর পরিবারে সামান্য বিষয় নিয়ে সন্তানেরা বাবার সাথে ঝগড়া, ভুলবুঝাবুঝি, মনোমালিন্য করে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে বাবার গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধাবোধ করে না। অনেক সন্তানেরা নিজের জন্মদাতা পিতাকে মারধর করে, পিটায় এবং বিভিন্নভাবে আঘাত করে। এমন করুণ চিত্র ও বাস্তবিক ঘটনা আমরা খবরের কাগজে প্রতিনিয়ত দেখতে পাই।

তেমনি এক ঘটনা দৈনিক জনকণ্ঠ ১০মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ: ''ভরণপোষণ চাওয়ায় বৃদ্ধ বাবাকে পিটিয়ে দুই হাত ভেঙ্গে দিয়েছে তার এক পাষণ্ড ছেলে। চিকিৎসক জানান, ওই বৃদ্ধের বাম হাতের মধ্য অংশ ও ডান হাতের বৃদ্ধ আঙুল সম্পুর্ণ ভেঙ্গে গেছে। বৃদ্ধ বাবা জানান, তার চার ছেলে। বড় ছেলে ঢাকায় থাকে। ছোট ছেলে শশুর বাড়ির কাছে আলাদা বাড়ি করে বউ বাচ্চা নিয়ে থাকে। তিনি ও তার স্ত্রী নিজ ঘরে পরবাসী জীবন-যাপন করতেন। এক সময় ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তার স্ত্রী তার মেয়ের কাছে চলে যান। মাঝে মধ্যে তার বাবার বাড়ি গিয়েও থাকেন। তিনি হাত পেতে চলেন। মাঝে মধ্যে বড় ছেলে মেয়ের বাড়ি গিয়ে দুই মুঠো খান। রাতে মসজিদে কিংবা দোকান ঘরের বেঞ্চে ঘুমান। ঘটনার দিন দুপুরের দিকে বৃদ্ধ বাবার সেজো ছেলে বাড়িতে বাঁশ কেটে সাবার করছিল। ওই খবর পেয়ে বৃদ্ধ বাবা বাড়ি যান। এরপর সেজো ছেলের কাছে বাঁশ কাটার কারণ জানতে চান। এসময় ছেলের সঙ্গে তর্ক হয়। তিনি ছেলেকে বলেন; আমার সম্পদে ভোগ করতে হলে আমাকে আর তোমার মাকে ভরণপোষণ দিতে হবে। এতে সেজো ছেলে রাজি হয়নি। বরং তার হাতে থাকা দায়ের উল্টো দিক দিয়ে তাকে পিটাতে থাকে। এক পর্যায়ে তাকে পিটিয়ে বাম হাতের মধ্য অংশ ও ডান হাতের বৃদ্ধ আঙুল ভেঙ্গে দেয়।''

আরেকটা ঘটনা। একবার এক বাবা রাত করে বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে পরিবার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তর্ক করেন। এক পর্যায়ে তা ঝগড়ায় পরিণত হয়। পাশের অন্য ঘরে তাদের ছেলে বিছানায় শুয়েছিল। ঐ ছেলে তাদের ঝগড়া সহ্য করতে না পেরে বাড়ির আশে পাশের কয়েকজন যুবকদের ডেকে তার পিতাকে ঘরে আটকিয়ে রেখে সবাই মিলে মারধর করে এবং ঐ পিতার দুই পা ভেঙ্গে দেয়। এই দুটো বাস্তব ঘটনার মত আরো অনেক ঘটনা ঘটছে বর্তমানে। সুতরং আমাদের উচিত বাবার প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান দেখানো। তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা এবং শেষ বয়সে বাবার পাশে থাকা। সই সাথে তাকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া। আজ বিশ্ব বাবা দিবস। তাই এই দিনে সকল বাবাদের জানাই ভক্তিপুর্ণ ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। পরিশেষে বলতে চাই-

ভালো হোক, মন্দ হোক
বাবা আমার বাবা,
পৃথিবীতে বাবা ছাড়া
আর আছে কেবা॥

"বাবা দিবসে সকল বাবাদের জানাই হাজার কোটি প্রণাম"

পিটার রোজারিও

প্রিয় বাবা

বাবা দিবসে জানাই তোমায় হাজার কোটি প্রণাম
এ সুন্দর দিনে করো মোদের অশেষ আশির্বাদ।
কত কষ্ট কত পরিশ্রম করছো মোদের জন্য
তোমার মত বাবা পেয়ে হয়েছি মোরা ধন্য।
তোমার সুশিক্ষা ও আদর্শ করে জীবনে ধারন
আমরা যেন সৎপথে এগিয়ে চলি সারাটি জীবন।
আছ তুমি মোদের উপর বিশাল ছাতা হয়ে
তাইতো বাবা জীবন কাটাই অতি নির্ভয়ে।
শিশুকালে বাবা তোমযায় দিয়েছি কত কষ্ট
অজান্তে করেছি তোমার অনেক কিছু নষ্ট।
তবু তুমি করনিকো রাগ করনি অবহেলা
সবকিছু করেছ সহ্য কারণ আমরা যে অবলা।
সূর্যের তাপের মত আছে তোমার কঠোর শাসন
আবার চন্দ্রের মত আছে বাবা স্নিগ্ধ একটি মন।
কত সুন্দর স্বপ্ন নিয়ে বাবা করেছ মোদের বড়
আমরা তার মর্যদা দিতে তোমায় যেন না করি পর।
বাবা তোমার স্বপ্নগুলি বল সময় থাকতে
আমরা যেন পারি তা পূরণ করিতে।
তোমার জন্য করি প্রার্থনা প্রভুর নিকটে
সারা জীবন সুস্থ থাক আমাদের জন্যে॥

পিতার হৃদয়

পিঞ্জর ভিক্টর গমেজ

স্বপ্নর মা মারা গেছে আজ বহু বছর চলছে। ওর রক্তের সম্পর্কের বলতে একজনই আছে ওর বাবা। ছোটবেলা থেকেই মাতৃস্নেহে বড় করেছেন ওর বাবা। ওর বাবা কখনই ওকে মাতৃস্নেহের অভাব অনুভব করতে দেয়নি। যখন স্বপ্ন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে তখন একদিন ক্লাশের অন্যান্য ছেলেরা "মা"দেরকে দেখে কান্না করতে লাগলো সে কি কান্না! বহু চেষ্টা করেও ওর বাবা ওকে থামাতে পারছিল না। ওর বাবা কি করবে কিছু বুঝতে না পেরে বলল, তুমি যদি এরকম করে কান্না কর তাহলে আমি মনে করব তুমি আমাকে ভালবাস না আর আমি তোমার মার কাছে চলে যাব। স্বপ্ন কান্না থামিয়ে বলল, না বাবা আমি আর কাঁদবো না। এভাবেই বাপ ছেলের সুখের সংসার। দেখতে দেখতে স্বপ্নও বড় হয়ে উঠল, সে এখন বিবাহিত বয়সের মধ্যে পা রেখেছে। একইভাবে স্বপ্ন এখন পজিশনের ও বেতনের চাকরি করে। তাই ওর বাবা ওর জন্য অনেক মেয়ে খুঁজছে। কিন্তু স্বপ্ন ওর বাবাকে জানিয়েছে মেয়ে খুঁজতে হবে না, সে একটি মেয়েকে ভালোবাসে এবং মেয়ের নাম ময়ূরী। এতে ওর বাবাও কোন দ্বিমত পোষণ করলো না। কেননা ছোট থেকেই স্বপ্নের ইচ্ছাই প্রাধান্য দিচ্ছে ওর বাবা। এরই মধ্যে ছেলের ইচ্ছায় খুব ঘটা করে বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের পর তাদের তিনজনের সংসার বেশ ভালই যাচ্ছিল। কিন্তু কয়েক মাসের পর যখন স্বপ্নের স্ত্রী স্বপ্নকে বলে, সে আর তার বাবার সেবা করতে পারবে না এবং বাবা যদি এ বাড়িতে থাকে তাহলে সে এবাড়িতে থাকবে না। স্বপ্নের স্ত্রীর এ আচরণে ও বেশি কিছু বলল না কেননা ওর নিজেরই এখন ওর বাবাকে বোঝা মনে হচ্ছে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে স্বপ্ন ঠিক করল ওর বাবাকে কোন এক বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসবে। যেমনি ভাবনা তেমনি কাজ। কিছুদিনের মধ্যেই সে ওর বাবাকে একটি বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসে। বাবাকে পরিবার থেকে সরিয়ে তারা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল কিন্তু তাদের সুখ ক্ষণস্থায়ী হয়ে গেল কেননা কয়েক দিনের মধ্যেই এক দুর্ঘটনা দেখা দিল। স্বপ্ন যখন অফিসে যাচ্ছিল তখন এক ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির এক্সিডেন্ট হয় এবং পরক্ষণেই তাকে হাসপাতালে নেয়া হয় এবং ডাক্তার চিকিৎসা করে জানায় তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে এবং এও বলে যে, সে আর চোখে দেখতে পারবে না। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি চক্ষু দান করে। একথা শুনে ময়ূরী মহা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। একইভাবে স্বপ্নের এ দুর্ঘটনার কথা তার বাবা কারো মাধ্যমে জানতে পারে এবং সে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ছেলের কাছে ছুটে যায় এবং সে ডাক্তারদেরকে অনুরোধ করে অপারেশনের ব্যবস্থা করতে এবং ডাক্তারকে এও বলে একথা যেন গোপন রাখা হয়। এরই মধ্যে অপারেশনের সমাপ্তি ঘটলো স্বপ্নরও জ্ঞান ফিরলো এবং সে জানতে পারল এক্সিডেন্টে তার দুটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কোন এক স্ব-হৃদয় ব্যক্তি তাকে চোখ দান করে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে। এসব কথা শুনে স্বপ্ন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, তার মাথা ঘুরছিল। সে ময়ূরীকে জিজ্ঞাসা করল সে কিছু জানে কিনা। কিন্তু ময়ূরী কিছুই বলতে পারলো না। স্বপ্ন পাগলের মত খুঁজতে লাগলো কিন্তু অবশেষে হাসপাতালের একটি কাগজে অর্থাৎ চক্ষু দানকারীর ফর্মের স্বাক্ষরের স্থানে তার চোখে পড়ল এবং সে দেখতে পেল সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে- "আমার খোকা, আমি চাই তুই সবসময়ই আলোর জগতেই থাক। স্বপ্নের বুঝতে আর কিছু বাকি ছিল না এবং স্বপ্ন কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো বাবা পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও॥

অনন্তধামে সিস্টার মিরিয়াম এসএমআরএ

প্রয়াত সিস্টার মিরিয়াম এসএমআরএ
জন্ম : ১০ এপ্রিল, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩০ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
প্রথম ব্রতগ্রহণ : ৬ জানুয়ারি, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
আজীবন ব্রতগ্রহণ : ৬ জানুয়ারি, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার মেরী জুঁই এসএমআরএঃ সিস্টার মিরিয়াম, "প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী" সংঘের একজন সভ্যা ছিলেন। তিনি গত ৩০ মে, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে তুমিলিয়া সেন্ট মেরীস্ কনভেন্টের শান্তি ভবনে পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গবাসী হোন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর ১ মাস ২০ দিন।

সিস্টার মিরিয়াম, ১৯৩২ খ্রিস্টবর্ষের ১০, এপ্রিল ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের রাণীখং ধর্মপল্লীর মাধবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ জীবনে প্রভুর আহ্বান আবিষ্কার করে তিনি ১৯৫১ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি "প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী" সংঘে প্রবেশ করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি, প্রথম ব্রত এবং ১৯৬০ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি, আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসব্রতী জীবনের পূর্ণতায় তিনি ১৯৭৯ খ্রিস্টবর্ষে রজত জয়ন্তী, ২০০৪ খ্রিস্টবর্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ২০১৪ খ্রিস্টবর্ষে ৬০ বছরের জুবিলী পালন করেন।

সেবার তরে ব্রতী হয়ে একজন আদর্শ সেবিকা হয়ে শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মিরিয়াম নার্সিং পেশার মধ্যদিয়ে অসুস্থ, আর্ত-পীড়িত, দরিদ্র, নারী ও শিশুদের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন নিজ জীবন। দক্ষ সেবিকা হওয়ার মানসে সিস্টার ১৯৫৭-১৯৬১ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল এর নার্সিং ইন্সস্টিটিউট থেকে নার্সিং এবং মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। মমতাময়ী সিস্টার মিরিয়াম দক্ষতা ও সুনামের সাথে তার সেবা দিয়ে স্থান করে নিয়েছেন মানুষের হৃদয়পটে। সিস্টার ১৯৬২-২০০৯ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল, তুমিলিয়া, রাঙ্গামাটিয়া, ধরেণ্ডা, মরিয়মনগর, ময়মনসিংহ, পানজোরা, বানিয়ারচর, শেলাবুনিয়া, এবং শোলপুর ধর্মপল্লীতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মাঝে তার মাতৃহৃদয়ের প্রেমময় ও ত্যাগময় সেবা প্রদান করেছেন। একই সাথে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আশ্রমের পরিচালিকা হিসেবেও সেবা প্রদান করেছেন। ২০১০ খ্রিস্টবর্ষের জানুয়ারি থেকে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি শান্তিভবনে থেকে তার বিশ্বাসী ও প্রার্থনাশীল সরল জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে যিশুর প্রেমের সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন।। ত্যাগস্বীকার ছিল সিস্টারের জীবনের ভূষণ। তিনি বেশীরভাগ সময়ই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করেছেন। সব সময় অভাবী দরিদ্রদের কথা চিন্তা করেছেন এবং সাহায্যের হাত নিয়ে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অনেক দরিদ্র অবহেলিত নারী এবং প্রসূতি মা আশ্রয় পেয়েছে সিস্টারের কাছে, আবার অনেক নবজাতক পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছে সিস্টারের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। এ কারণে শুনা যায় শেলাবুনিয়ার মানুষ তাকে 'মা' বলে ডাকতেন। সর্বোপরি, সিস্টার মিরিয়াম ছিলেন একজন প্রার্থনাশীল, ত্যাগী, দরদী, মমতাময়ী, কর্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু এবং সহজ-সরল ব্রতধারিণী। সেই সাথে আদর্শ সেবিকা। সিস্টার তার প্রার্থনাশীল আধ্যাত্মিক জীবন ও সেবাময় কর্ম জীবন দিয়ে আমাদের সংঘকে তথা সমগ্র বাংলাদেশ মণ্ডলীকে করেছেন সমৃদ্ধ। এসকল গুণাবলীর জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তা আমাদের জীবনে অনুকরণ করার কৃপা চাই।

আমরা বিশ্বাস করি তিনি আজ তার সকল শুভ কাজের জন্য পূণ্যতামণ্ডিত হয়ে পরম পিতার আবাসে তার সৌরভ ছড়াচ্ছেন এবং আমাদের জন্য মঙ্গলাশীষ বর্ষণ করছেন। আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

- এসএমআরএ সিস্টারগণ

বিজ্ঞ/১৬৮/২১

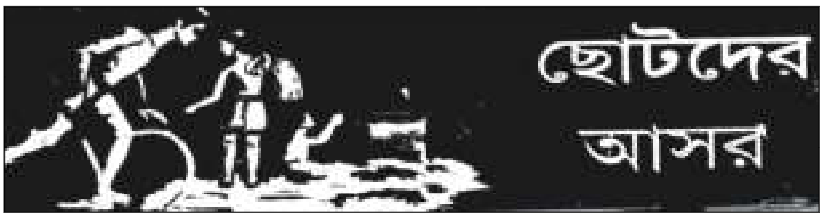

ব্রতীয় জীবনে সেবার মনোভাব

অরন্য রিচার্ড ক্রুশ

ঈশ্বরের সুমহান পরিকল্পনায় সাধারণ আহ্বানের পাশাপাশি কিছু সংখ্যক লোকদের তিনি আহ্বান করেছেন বিশেষভাবে মণ্ডলীতে সেবাকাজে সহযোগিতা করার জন্য। যিশু বলেছেন "মানবপুত্র তো সেবা পাবার জন্য আসেনি; সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসেবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে।" *(মার্ক-* ১০:১৪ পদ) এ কথা অনুযায়ী বর্তমান সময়ে ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীগণ মণ্ডলীর কাজে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীদের মধ্যে যে গুণাবলি একান্ত প্রয়োজন তা হচ্ছে রোগিদের সেবাকরার জন্য ধৈর্য, শিক্ষাদান করার জ্ঞান, অন্যকে ভালোবাসা, সুন্দর করে কথা বলার শক্তি, অন্যকে সাহায্য করার মনোভাব ইত্যাদি। বর্তমান সাধারণ জনগণ ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীদের প্রার্থনাশীল ও বিনয়ী হিসেবে দেখতে প্রত্যাশি।

বর্তমান বাস্তবতায় ব্রতধারীনিদের বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখিন হতে হয়। শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিকভাবে নিজেদের প্রস্তুত করতে হয়। অন্যের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়। একজন ব্রতধারী বা একজন ব্যক্তি যদি উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে চায় তাহলে তার সাধনা করতে হবে। ব্রতধারী হওয়ার পূর্বে অবশ্যই তাকে প্রার্থনা, পরামর্শ ও ধ্যানের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। ধ্যান ও প্রার্থনা করে বেছে নিতে হবে কোন পথ অবলম্বন করলে নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। সেবাকাজ করার জন্য বিভিন্ন স্থান নির্ধারণ করা হয়। যেমন - সংসার জীবন, ব্রতীয় জীবন। এ সকল সেবাকর্মের ধরণ ভিন্ন রকম। সেবাকাজ করার জন্য ব্যক্তির স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। সেবা করার স্থান সমূহ ভিন্ন রকমের। যেমন- বিভিন্ন হোস্টেল পরিচালনা, শিক্ষা কেন্দ্র, অনাথ শিশু ভবন, নেশাগ্রস্থদের নিরাময় কেন্দ্র, হাসপাতাল। এসবেরই মধ্যদিয়ে যে সকল ছেলেমেয়েরা, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারদের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠে তারা ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীদেরকে বাবা-মায়ের স্থানে সম্মান ও শ্রদ্ধা দিয়ে থাকে। তাদের প্রয়োজনে তারা এগিয়ে যায় এবং এভাবেই সেবার মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। আত্মবিশ্বাস থাকলেই অন্যের সেবায় এগিয়ে যাওয়া যায়। সেবা করার মধ্যে অর্থ ব্যয় করাটাই বড় ব্যাপার নয়। বিভিন্ন রকম ছোট বড় কাজের মধ্যদিয়ে আমরা অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারি। অন্যের সুখে-দুঃখে এগিয়ে যাওয়া, তাদের সমস্যা মন দিয়ে শোনা, কিছু পরামর্শ ও সান্ত্বনা দেওয়া এই সকল সেবামূলক কাজ সকলের জন্য প্রযোজ্য।

বাণীপ্রচার করা শুধু ব্রতধারীদের জন্য নয়, সকল জনগণই খ্রিস্টকে প্রচার করতে পারবে। এ সকল সেবা কাজ করলে ঈশ্বর খুশি হন। যিশু বলেছেন, "অন্যের কাছ থেকে তোমরা যেমন ব্যবহার আশা কর, তার প্রতিও তোমরা সব কিছুতে তেমনি ব্যবহারই কর" এ কথা অনুযায়ী সাধারণ মানুষ ব্রতধারীদের বিভিন্ন কাজে বা প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন এবং ব্রতধারীরা বিভিন্ন সেবামূলক কাজে জনগণের পাশে দাঁড়ায়। এইরূপ সহযোগিতার মধ্য দিয়েই জনগণ ও ব্রতধারী ব্রতধারিণীদের মধ্যে সুন্দর এক বন্ধনের সৃষ্টি হয়॥

এলিস মেরী পিউরীফিকেশন
মণিপুরী পাড়া, ফার্মগেট

চিরকৃতজ্ঞ

সপ্তর্ষি

বাবা, হয় না আর তোমার কাঁধে বসে
চারিদিকে ঘুরে বেড়ানো পরন্ত
বিকালে।

দিনের শুরু থেকে রাতে বিছানাতে শুয়ে
আদর সোহাগে ভরে দিয়েছিলে
আমাকে।

প্রতিটি শাসনে আমি হয়েছি কত বিরক্ত
বুঝিনি, তা ছিল তোমার প্রেমভরা যত্ন।

কত অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেছ নিজে
আমার ভবিষ্যৎ সুন্দর করে গড়তে।

শিখিয়েছিলে তুমি মোরে জীবন
সংগ্রামে
নির্বিঘ্নে শক্ত হাতে লড়াই করে যেতে।

সাধারণ মানুষের মতো হয়েও তুমি
মোর জীবনে হয়েছ অসাধারণ ব্যক্তি।

মনের ভুলেও কখনো বলতে পারিনি
বাবা, আমি তোমাকে অনেক ভালবাসি।

জীবন চলার পথে আজ প্রতিটি পদে
চিরকৃতজ্ঞ আমি বাবা তোমার কাছে॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

মৃত্যুকে জীবনে আর অস্ত্রকে খাদ্যে পরিবর্তন করো

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি পোপ ফ্রান্সিস

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

২০২১ খ্রিস্টাব্দের গ্লোবসেক (GLOBSEC) ব্রাস্তিলাভা ফোরামের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো : "বিশ্বকে পুনর্নির্মাণ করে আরো ভালোতে ফিরে আসো।" এই ফোরামের সমাবেশে পোপ ফ্রান্সিস এক ভিডিও বার্তায় জানান, এটি এমন একটি প্লাটফর্ম দান করে যেখানে মহামারীর অভিজ্ঞতার পরে আমাদের বিশ্ব পুর্নগঠনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তর্ক-বিতর্ক ওঠে আসবে এবং যা আমাদেরকে কয়েকটি মারাত্মক বিষয় ও সমস্ত আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত এবং রাজনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হতে বাধ্য করবে।"

গ্লোবসেক জুনের ১৫-১৭ তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এ লক্ষ্য নিয়ে যে, এটি একটি স্থানের যোগান দিবে যেখানে গনতন্ত্র ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে আস্থা পুনর্নবীকরণ ও নবায়নের জন্য ভিত্তি স্থাপনের সম্ভাবনা থাকবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার, প্রযুক্তি পরিচালনা ও একবিংশ শতাব্দীর নিরাপত্তাসহ স্বাস্থ্যসেবা জেগে ওঠবে।

পোপ মহোদয় দেখ-বিশ্লেষণ করো-পদক্ষেপ গ্রহণ করো: এই পদ্ধতির অনুপ্রেরণায় গ্লোবসেক ফোরামে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন।

দেখ: অতীতের সৎ ও গুরুগম্ভীর বিশ্লেষণের মূল্য দানের লক্ষ্যে কাঠামোগত ব্যর্থতা, কৃত ভুল এবং স্রষ্টা, প্রতিবেশি ও সৃষ্টির প্রতি দায়িত্বহীনতা প্রভৃতিকে স্বীকার করে নিয়ে নীতি-নির্ধারকদের নতুন একটি পুনরুদ্ধারের ধারণার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য পোপ মহোদয় আমন্ত্রণ জানান; যা 'পুনর্নির্মাণের' লক্ষ্যে ধাবিত, কিন্তু যা কিছু করোনাভাইরাস আগমনের আগেও কাজ করেনি বা কোন কোন ক্ষেত্রে করোনার সংকট বাড়িয়ে তুলেছে তা পরিবর্তনের আহ্বান রাখেন।

জবাবদিহিতার আহ্বান জানিয়ে পোপ মহোদয় "লাভের ক্ষুধার ভিত্তিতে সুরক্ষার একটি মায়াময় ধারণা" বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং তিনি যা দেখেন তা প্রকাশ করেন:-

আমি অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের একটি মডেল দেখতে পাচ্ছি যা বহু বৈষম্য এবং স্বার্থপরতা দ্বারা চিহ্নিত, যার মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অংশ বেশিরভাগ সামগ্রীর মালিক, যারা প্রায়শই মানুষ ও সম্পদ শোষণ করতে দ্বিধা করে না।

আমি এমন একটি জীবনযাত্রা দেখতে পাচ্ছি যা পরিবেশের বেশি যত্ন নেয় না। আমরা সংযম ছাড়া শুধু গ্রাস ও ধ্বংস করতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। যা সকলের তা সকলেরই শ্রদ্ধার সাথে যত্ন করা উচিত। তা না হলে একটি 'পরিবেশগত দেনা' তৈরি হয় যার দায়ভার প্রধানত দরিদ্রগণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম টানবে।

বিশ্লেষণ করো: পোপ ফ্রান্সিস বলেন, দ্বিতীয় ধাপটি হলো আমরা যা দেখেছি এবং স্বীকার করে নিয়েছি তার মূল্যায়ন করা। যেকোন সংকট নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে এবং একইসাথে চ্যালেঞ্জ দান করে 'পরীক্ষার সময়কে পছন্দের সময়ে রূপান্তরিত করার'। তিনি বলতে থাকেন, কেউ সঙ্কট থেকে একই অবস্থায় বের হয় না। হয় একজন ভাল হয় বা আরো খারাপ হয়ে বের হয়। কখনোই একরূপ হয়ে নয়।

ইতোমধ্যে আমরা যা দেখিছি ও অভিজ্ঞতা করেছি তার ভিত্তিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেন, 'কেউ-ই নিজেকে রক্ষা করতে পারে না; এবং 'যে কোন সঙ্কট ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত করে যা সকল মানুষের মধ্যকার সমতাকে স্বীকার করে নেয়; তবে তা বিমূর্ত কোন সমতা নয়, কিন্তু বাস্তবধর্মী সমতা যেখানে মানুষেরা নিজেদের উন্নয়নের জন্য প্রকৃত ও সুষ্ঠ সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।

পদক্ষেপ গ্রহণ করো: পরিশেষে পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন যে, 'যারা কাজ করে না, তারা সঙ্কটে সৃষ্ট সুযোগগুলো নষ্ট করে দেয়। ইউনেস্কোতে প্রদত্ত বাণী থেকে এক উদ্বৃতি তুলে ধরে উন্নয়নের মডেল সম্পর্কে তিনি বলেন, 'প্রত্যেক ও সম্পূর্ণ মানুষকে কেন্দ্র রেখে সম্মান ও সুরক্ষা মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত করে এমন একটি পদ্ধতি সৃষ্টি করতে হবে যাতে সংহতি ও রাজনৈতিক দয়াশীলতার নীতি অন্তর্ভূক্ত থাকবে। প্রত্যেক কাজেরই একটি দর্শন থাকবে এবং ন্যায্য উন্নয়নের জন্য কাজকে পরিচালিত করতে হবে। তাই সিদ্ধান্ত নিতে হবে মৃত্যুকে জীবনে পরিণত করতে আর অস্ত্রকে খাদ্যে।

আমাদের সকলকেই পরিবেশগত পরিবর্তনের উপর জোর দিতে হবে। আমাদের সকলের বসতবাটীকে যত্ন ও সুরক্ষা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের ১৬০টি দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ এই গ্লোবসেক (GLOBSEC) ব্রাস্তিলাভা ফোরামের সমাবেশে যোগদান করেন।

পোপ মহোদয়ের টুইটার বার্তা

১৫/৬/২০২১: যেখানে প্রবীণদের জন্য সম্মান নেই সেখানে যুবকদের ভবিষ্যৎ নেই।

১৪/৬/২০২১: আমরা যদি সব কিছু সত্যের সাথে বলতে পারতাম তাহলে তা কতো না মঙ্গলসমাচারীয় হয়ে ওঠতো: অন্যদের মতো আমরাও দরিদ্র, শুধুমাত্র এ বোধ থাকলে আমরা সত্যিকারভাবে দরিদ্রদের চিনতে সক্ষম হবো, তাদেরকে আমাদের জীবনের অংশ করতে পারবো এবং যা আমাদের জীবনের মুক্তির উপায় হবে।

আজ বিশ্ব রক্তদান দিবস। স্বেচ্ছা রক্তদানকারীদের আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং তাদের উৎসাহিত করি কৃতজ্ঞতা ও উদারতা মূল্যবোধের সাক্ষ্যবহনের এ শুভকাজ অব্যাহত রাখার জন্য।

১৩/৬/২০২১: আমাদের ভালো কাজগুলোর বীজটা ক্ষুদ্রকণার মতো দেখাতে পারে, তবু যা কিছু ভালো তা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তাই তা ধীরে ও নম্রভাবে ফল বহন করে। ভালো সবসময়ই নম্র, গোপনভাবে বেড়ে ওঠে আবার কখনো তা অদৃশ্যভাবে বৃদ্ধি পায়॥

- তথ্যসূত্র : news.va

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের নতুন ভিকার জেনারেল ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও

গত ৬ জুন, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও তার এক ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে জানান যে, বর্তমান ভিকার জেনারেল ফাদার পল গমেজ-এর স্থলে ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও-কে নতুন ভিকার জেনারেল হিসেবে নিয়োগ/দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ফাদার পল গমেজ যিনি গত ২০১৬ জানুয়ারি থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। বিশপ মহোদয় তার ঘোষণাপত্রে আরও জানান যে, সকল যাজকগণ, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ এবং খ্রিস্টভক্তগণ যেন নতুন ভিকার জেনারেল ফাঃ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও-কে তার সেবাদায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক সহযোগীতা দান করেন।

উল্লেখ্য ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করাসহ বিভিন্ন ধর্মপল্লীর পালকীয় সেবাদায়িত্ব পালন করেছেন।

- বরেন্দ্রদূত রিপোর্টার

বিশেষ প্রতিবেদন

উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান অভিবাসন পূর্তি উৎসবে শতবর্ষের ঐশানুগ্রহ

সাগর কোড়াইয়া ▯ করোনাভাইরাসের বর্তমান পরিস্থিতিতে শত বাধা-বিপত্তিকে পেরিয়ে পূর্ব-নির্ধারিত তারিখের এক সপ্তাহ পরে গত ২৭-২৮ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল অভিবাসনের প্রবেশদ্বার সাধ্বী রীতা'র ধর্মপল্লী, মথুরাপুরের প্রতিপালিকা সাধ্বী রীতা'র পর্ব ও উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান অভিবাসন শতবর্ষ (১৯২০-২০২০) পূর্তি উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়ে গেল।

১৯২০ থেকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। শীতলক্ষ্যা থেকে বড়াল নদ। একটি জনপদের ইতিহাস। পূর্বপুরুষদের ভিটামাটি ছেড়ে যাবার অব্যক্ত কান্না; নিভৃতে চক্ষুজলের ভূপাতিত হওয়া। অতঃপর যমুনা পাড়ি দিয়ে চলন নামক সমুদ্র সমতুল্য অববাহিকায় বসতি স্থাপন। ইতোমধ্যে ১০০ বছরে শীতলক্ষ্যা ও বড়ালের বুকে বয়ে গিয়েছে অগণিত ঢেউ। দু'পাড়ে গড়ে উঠেছে জনপদ। আবার সময়ের চাকায় ধসে গিয়েছে ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি। কিন্তু শীতলক্ষ্যার বুক বেয়ে বড়াল-চলনের অববাহিকায় ভাওয়ালবাসীর বসতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০০ বছর ধরে এই জনপদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে অবারিত। এই ১০০ বছর সংখ্যা হিসাবে একটি শতকের পূর্ণতা। ইতিহাসের অস্তিত্বে এটা একটি বিরাট কিছুর জানান দেওয়া। সময়ের হিসাবে এটা যে খুবই দীর্ঘ তা নয়। তবে এই ১০০ বছরের সাথে মিশে আছে ভাওয়ালবাসীদের আগমনের ইতিহাস, আবেগ, অনুভূতি ও সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। উত্তরবঙ্গে ভাওয়ালবাসীদের আগমনের শুরুর দিক আর বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। ভাওয়ালবাসীরা ধীরে ধীরে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিয়ে আজ বিরাট মহিরুহতে পরিণত হয়েছে। পল গমেজের (পলু শিকারী) পথ অনুসরণ করে যে যাত্রার সূচনা হয়েছিলো তারই ফল আজ চাক্ষুস। মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে রোপিত গাছ আজ তার শিকড় ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী বিস্তারিত।

ভিনসেন্ট গমেজ এবং রোজবেন রোজারিও স্বামী-স্ত্রী। বয়সের ভারে ন্যুব্জ প্রায় দু'জন! কিন্তু শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে যোগদান করতে পারায় বেশ আনন্দিত। ভিনসেন্ট গমেজের জন্ম রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর জয়রামবের গ্রামের চদরী বাড়িতে। পিতা জিমি গমেজ ও মাতা চামেলী কোড়াইয়া। ভিনসেন্ট গমেজের পিতামাতা তার যখন ৩/৪ বছর বয়স তখন মাত্র ১৪ টাকা সম্বল করে যমুনা পাড়ি দিয়ে পাবনার মথুরাপুরে চলে আসেন। রোজবেন রোজারিও তৎকালীন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর দড়িপাড়া গ্রামের চহের বাড়ির আন্দ্রেজ রোজারিও ও ভির্জিনিয়া ক্রুজের সন্তান। রোজবেন রোজারিও'র মনে পড়ে যে, দড়িপাড়া স্কুলে তিনি পড়াশুনা করেছিলেন। পাঁচ কি ছয় বছরে তিনি দড়িপাড়া থেকে পিতামাতার সাথে উত্তরবঙ্গের মথুরাপুর মিশনে এসে বসতি গড়েন। এখনো ভিনসেন্ট গমেজ ও রোজবেন রোজারিও'র স্মরণে আসে সে অভিবাসনের স্মৃতিগুলো। শতবর্ষের পূর্তি উৎসব দেখতে পাওয়ায় নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করেন এই দু'জন বয়োবৃদ্ধ দম্পত্তি।

শতবর্ষ পূর্তি উৎসবকে কেন্দ্র করে বেশ আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছিলো। শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের কয়েক মাস পূর্বে মথুরাপুর ধর্মপল্লী প্রাঙ্গণ, কাতুলী গ্রাম ও লাউতিয়া কবরস্থানে 'শতবর্ষ অনুগ্রহ' ক্রুশ স্থাপন করা হয়। ১ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ২২ জন খ্রিস্টবিশ্বাসীর দ্বারা আচ্ছাদিত উত্তরবঙ্গে খ্রিস্টানদের প্রথম জনবসতি লাউতিয়া কবরস্থানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খ্রিস্টভক্তের ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দিপনা ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য খ্রিস্টযাগ ও 'শতবর্ষের অনুগ্রহ' ক্রুশ গ্রামে হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে শতবর্ষ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। প্রায় দু'সপ্তাহব্যাপী জুবিলী ক্রুশ প্রতিটি গ্রাম ও পরিবার প্রদক্ষিণ করে ধর্মপল্লীতে ফিরে আসে। নয়দিনের নভেনা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টভক্তবিশ্বাসী নিজেদের আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করার সুযোগ পান। অবশেষে আসে সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ।

২৭ তারিখ দুপুর ১২:৩০ মিনিটে লাউতিয়া গ্রামে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে শতবর্ষের পূর্তি উৎসব শুরু হয়। বিকাল ৫ টায় ধর্মপল্লীতে পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, ভাওয়াল কৃষ্টি কষ্টের গান এবং শতবর্ষের ইতিহাস নির্ভর ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা হয়। ২৮ তারিখ সকাল থেকেই মথুরাপুর ও দক্ষিণ ভিকারিয়ার অন্যান্য ধর্মপল্লী থেকে খ্রিস্টভক্তগণ বাঙালির চিরাচরিত পোশাক পরিধান করে আসতে শুরু করেন। সবার মধ্যে আনন্দের বন্যা! শতবর্ষের পূর্তি উৎসবের সাক্ষী হতে চান সবাই। সকাল ৯ টায় গির্জার ঘন্টা বেজে ওঠে। শুরু হয় 'প্রভাসিত বিমোহিত আনন্দিত প্রাণ' উপাসনা সংগীত। নৃত্যদলের নৃত্যের তালে শুরু হয় খ্রিস্টযাগের শোভাযাত্রা। ৩২জন পুরোহিতের সহার্পিত খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও। সাধ্বী রীতা'র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শতবর্ষের প্রদীপ প্রজ্বলন করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও। তিনি তার উপদেশ বাণীতে বলেন, "উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল অভিবাসনের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব একটি ঐতিবাহিক ঘটনা। এই ঘটনা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় একশত বছর পূর্বে। আমরা স্মরণ করি একশত বছর পূর্বে আসা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের। যাদের কারণে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ায় বাঙালি খ্রিস্টানদের আগমন ঘটে। এই মহতী অনুষ্ঠানে ঈশ্বরকে শত অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানাই"। এছাড়াও তিনি বলেন, "এই শতবর্ষ পূর্তিতে আনন্দের পাশাপাশি মূল্যায়ন করাও প্রয়োজন যে, সর্বক্ষেত্রে আমরা কতদূর এগিয়ে যেতে পেরেছি"। বিশপ জের্ভাস রোজারিও সবাইকে মাঙলীক কাজে কথার বুলি পরিত্যাগ করে নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

খ্রিস্টযাগের পর বিশপ ও পুরোহিতগণ শতবর্ষে সাধ্বী রীতা'র স্মারক গ্রটো উন্মোচন করেন। সকাল ১১ টায় শুরু হয় ফিরে দেখা: আলোচনা-বক্তৃতা অনুষ্ঠান। শান্তির প্রতীক কবুতর উড়ানো, শতবর্ষের কেক কাটা, শতবর্ষের থিম সংগীত পরিবেশন, বৃক্ষরোপন ও অন্যান্য মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই পর্বে বক্তাদের আলোচনায় উঠে আসে ভাওয়াল কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টানদের বর্তমান বাস্তবতা-অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও, পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা, ভিকার জেনারেল ফাদার পল গমেজ, ফাদার কার্লো বুজ্জি, পিমে, ঘোষিত নতুন কারিতাস নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, সাধ্বী রীতা'র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার মেরী মনিক এসএমআরএ, পালকীয় পরিষদের সহ-সভাপতি ইগ্নাসিউস গমেজ, কারিতাস রাজশাহী আঞ্চলিক পরিচালক সুক্লেশ জর্জ কস্তা ও পলু শিকারীর পরিবারের পক্ষে পলু শিকারীর নাতি যোয়াকিম গমেজ।

ঈশ্বরের শত অনুগ্রহে সিক্ত হয়ে শতবর্ষের এই ঐতিহাসিক উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে "শতবর্ষের অনুগ্রহ" স্মরণিকা প্রকাশের প্রয়াস অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করছে। গাজীপুরের ভাওয়াল ও পাবনা-নাটোরের ভাওয়াল জনপদের একই ধারায়

(২২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

করোনাভাইরাস থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে দিবানিশি (২৪ ঘন্টা) রোজারীমালা প্রার্থনা অনুষ্ঠান

রিপন আব্রাহাম টলেন্টিনু ▯ গত ৩১ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের উদ্যোগে ২৪ ঘন্টাব্যাপি দিবানিশি রোজারীমালা প্রার্থনা অনুষ্ঠান। যার মূলসুর ছিলো 'ভাইবোন সকলে মিলে, জপিবো মায়ের মালা দিবানিশিতে'।

করোনা মহামারী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে মানুষ যেন শীঘ্রই স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে পারে সেই উদ্দেশ্য রেখেই গভীর ভক্তি ও আনন্দপূর্ণ মন নিয়ে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সকল ধর্মপল্লী, ধর্মসংঘ ও গঠনগৃহে ২৪ ঘন্টাব্যাপি রোজারীমালা প্রার্থনা করা হয়। বিভিন্ন ধর্মপল্লীগুলোর গির্জাগুলোতে খ্রিস্টভক্তগণ গ্রাম ভিত্তিক পালাক্রমে ১২ ঘন্টা রোজারীমালা প্রার্থনা করেন। স্বতঃস্ফূর্ত মন নিয়ে খ্রিস্টভক্তগণ অংশগ্রহণ করেন এতে।

দিবানিশি প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুরু হয় ৩১মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৬টায় ঢাকা আর্চবিশপ হাউজের অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার গ্রোটো থেকে। সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল গির্জার পাল পুরোহিত ফাদার বিমল গমেজ আনুষ্ঠানিকভাবে ২৪ ঘন্টাব্যাপী রোজারীমালা প্রার্থনার শুরু করেন। এরপর ঢাকার পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, তেজগাঁও এ পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ। একইসাথে অন্যান্য ধর্মপল্লী গুলোতেও খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে শুরু করা হয় এই বিশেষ প্রার্থনা দিবস।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর মে মাস খ্রিস্টমণ্ডলীতে পালন করা হয় কুমারী মারীয়ার মাস হিসাবে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এইবারের মে মাস উৎসর্গ করেন করোনায় আক্রান্ত ভাইবোনদের সুস্থতা ও অভাবগ্রস্থ মানুষের পাশে সাহায্যকারী ভাইবোনরা যাতে এগিয়ে আসে সেই উদ্দেশে। দিবানিশি প্রার্থনা অনুষ্ঠানটিতে সকল খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের নিজেদের ফেইজবুক পেইজে নিজেদের ধারণকৃত ও অন্যান্য ধর্মপল্লীর শেয়ারকৃত প্রার্থনা সরাসরি সম্প্রচার করে। এ বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠানে সম্প্রচারে সহযোগী হিসাবে ছিলো রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগ ও সিগনিস বাংলাদেশ।

শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকল বয়সী মানুষই রোজারীমালা প্রার্থনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ৩১মে তারিখের দুপুরের বৃষ্টিও মঠবাড়ীর কিশোর-কিশোরী ও পিতামাতাদের বিরত রাখতে পারেনি রোজারী মালা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ থেকে। আর যুবক-যুবতীদের অংশগ্রহণে গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রার্থনানুষ্ঠান উৎসবে পরিণত হয়। এছাড়াও পবিত্র আত্মার ধর্মপল্লী তুইতালসহ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আরো অনেক ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ সারাদিনব্যাপী রোজারীমালা প্রার্থনা, উপবাস, নিরামিষ ভোজন ও পাপস্বীকারের মধ্যদিয়ে দিনটি অতিবাহিত করেন। পরের দিন ১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৬টায় রোজারীমালা প্রার্থনায় অংশ নেয় পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, হাসনাবাদের মারীয়ার সেনাসংঘ ও অন্যান্য মারীয়া ভক্তরা। দিবানিশি ২৪ ঘন্টার রোজারীমালা প্রার্থনার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হয় ঐতিহ্যবাহী পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, হাসনাবাদে উক্ত ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ এর পৌরহিত্যে সমাপনী খ্রিস্টাযাগ উৎসর্গের মধ্যদিয়ে।

ঢাকার আর্চবিশপের নির্দেশনায় খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ও সিগনিস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু সমাপনী খ্রিস্টযাগের পর-পর ২৪ ঘন্টাব্যাপি প্রার্থনায় অংশগ্রহণকারী ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সকল পুরোহিত, সন্ন্যাসব্রতী ও খ্রিস্টভক্তদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন॥

বানিয়ারচর কাথলিক চার্চে বোমা হামলা ও সুনীল গমেজের হত্যাকান্ডের বিচারের দাবিতে স্মরণ ও প্রার্থনা সভা

রবীন ভাবুক ▯ গত ৫ জুন বানিয়ারচর কাথলিক চার্চে বোমা হামলা ও সুনীল গমেজের হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে ভার্চুয়াল স্মরণ ও প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও'র সভাপতিত্বে কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মহাসচিব রানা দাশগুপ্ত, ময়মনসিংহ-১ আসনের সংসদ সদস্য জুয়েল আরেং এমপি, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, ঢাকা ক্রেডিটের সাবেক প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য উপাধ্যক্ষ রেমন্ড আরেং, বাংলাদেশ বুড্ডিস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিক্ষু সুনন্দ প্রিয় মহাথের, কলামিস্ট ও মানবাধিকার কর্মী সঞ্জিব দ্রং, আমেরিকা কানেক্টিকাট বিসিএ'র উপদেষ্টা ডেভিড স্বপন রোজারিও, আমেরিকার মেরিল্যান্ড বিসিএ শাখার প্রেসিডেন্ট বাবলু গমেজ, ইম্মানুয়েল ব্যাপ্টিস্ট চার্চ সংঘের রেভা বাইরন পি. বনিকসহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া ও ঢাকা ন্যাশনাল ওয়াইএমসিএ'র সেক্রেটারি নিপুন সাংমা।

অনুষ্ঠানে সভাপতি নির্মল রোজারিও বলেন, '২০০১ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন বানিয়ারচর বোমা হামলা ও ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন সুনীল হত্যা দুটিই করেছে জঙ্গিরা। যদিও সুনীল গমেজের হত্যাকারীরা অন্য একটি মামলায় দোষীসাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু ২০ বছর ধরে বারবার দাবি জানানোর পরেও আমরা বানিয়ারচর বোমা হামলার কোনো বিচার পাইনি। বানিয়ারচর বোমা হামলার চার্জশীটই এখনো জমা দেওয়া হয়নি, তার মানে আমাদের দাবি উপেক্ষিত হচ্ছে। জঙ্গিদের এসব অপরাধের বিচার না হলে অপরাধ অব্যাহতই থাকবে। তাই এত বছর পরও বানিয়ারচর বোমা হামলার বিচারের জন্য আন্দোলন করতে হয়। একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে জঙ্গিদের দমন করতে হবে।'

অনুষ্ঠানে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ বলেন, '২০০১ খ্রিস্টাব্দে বোমা হামলা করে বানিয়ারচরের নিরীহ ১০ জন খ্রিস্টভক্তকে মেরে ফেলা হয়েছে। আরো ২৬জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। আবার ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সুনীল গমেজকে হত্যা করা হয়েছে। একটি অস্থিতিশীল রাষ্ট্র বানানোর পায়তাড়া এটি। বাংলাদেশ সকল মতের মানুষের একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ। আমরা সকলেই সরকারের উন্নয়নের সাথে রয়েছি। খ্রিস্টান সম্প্রদায় সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে। তাই সরকারকেও সকল সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে।'

এ ছাড়াও আরো বক্তব্য রাখনে রাশেদ খান মেনন, জুয়েল আরেং এমপি, গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপিসহ অনুষ্ঠানে অন্যান্য অংশগ্রহকারীরা॥

সৃষ্টি ও প্রকৃতির যত্নে ভাইবোন সকলের অংশগ্রহণ

সেবাষ্টিনা শাওলী বাড়ৈ ▯ গত ৫ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার সকালে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর বেদীর সেবকদের নিয়ে নবগ্রাম উপধর্মপল্লীতে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব ও যত্ন সম্পর্কে ফাদার লরেন্স লেকাভালী গমেজ তাদের সাথে সহভাগিতা করেন এবং সকলে একাত্ম হয়ে পরিবেশ দিবসকে কেন্দ্র করে বেদীর সেবকদের সাথে গির্জাঘর, বাগান ও আশেপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন ও ফুলের চারা রোপন করেন। যার মধ্যে দিয়ে তাদের পরিবেশের তাৎপর্য ও উৎসাহিত করা হয় যেন তারা প্রকৃতি প্রেমী হয়ে উঠতে পারে॥

শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় কারিতাস পরিবারে প্রয়াত রুবেন গমেজকে স্মরণ

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক ▯ গত ৭ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে প্রয়াত রুবেন গমেজ, প্রাক্তন কল্যাণ পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ-এর স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, রুবেন গমেজ জানুয়ারি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে কারিতাসের খুলনা কার্যালয়ে আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ডিসেম্বর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ হতে জুন ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কল্যাণ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

স্মরণ সভা অনুষ্ঠানটি শুরু হয় প্রয়াত রুবেন গমেজ-এর ছবি উন্মোচন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে। সিডিআই এর পরিচালক থিওফিল নকরেক পরিচালিত প্রারম্ভিক প্রার্থনার পর

স্বাগত বক্তব্য রাখেন কারিতাসের নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও। ফেলিক্স বাবলু রোজারিও ও শিবা মেরী ডি'রোজারিও'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটিতে প্রয়াত রুবেন গমেজ-কে ঘিরে স্মৃতিকথা ও অনুভূতি প্রকাশ করেন কয়েকজন বক্তা। সকলে স্মৃতিচারণের মধ্যদিয়ে রুবেন গমেজের বর্ণ্যাঢ্য কর্মময় ও ব্যক্তি জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন।

কারিতাসের প্রেসিডেন্ট বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী বলেন, 'রুবেন গমেজ শারীরিকভাবে আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তিনি তার কাজ ও জীবনের মধ্যদিয়ে কারিতাসের ভালবাসার সাক্ষ্য বহন করে যাবেন। তার ভাল গুণগুলো আমরা নিজেদের মধ্যে চর্চা করে কারিতাসকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারবো।' বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি বলেন, 'তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ও পারিবারিকভাবে ধীর-স্থির ছিলেন আমরা যেন আমাদের নিজের জীবনকে তার মত করে গুছিয়ে আত্মিকভাব নিয়ে চলতে পারি।'

কারিতাসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাদার থিওয়োটোনিয়াস প্রশান্ত রিবেরু বলেন, 'শ্রদ্ধেয় রুবেন গমেজ ছিলেন আদর্শ পিতা ও স্বামী, প্রার্থনাশীল ব্যক্তি, তার অবদান যেন ধরে রাখতে পারি আর ভাল গুণগুলো যেন অনুসরণ করতে পারি।' পরে ফাদার ডেভিড গমেজ বলেন, 'কারিতাসে কাজ করে বাবা তৃপ্ত ছিলেন, তার অনুপ্রেরণা ও ভালবাসা ছিল কারিতাস। কারিতাস পরিবার এতদিন পরও আমার বাবাকে এইভাবে স্মরণ করছে-তার জন্য আমি আমার মা ও ভাই-বোন সকলের পক্ষ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।'

উক্ত স্মরণসভায় আরো সহভাগিতা রাখেন ডঃ বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও, প্রেসিডেন্ট, কারিতাস এশিয়া, পাপড়ী গুপ্তা চৌধুরী, সুবাস সেলেস্টিন রোজারিও, সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, পরিচালক, অর্থ ও প্রশাসন।

স্মরণানুষ্ঠানে জেমস গোমেজ, পরিচালক-প্রোগ্রামস অনুষ্ঠান আয়োজনে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন এবং যারা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান অভিবাসন পূর্তি উৎসবে...

(১৯ পৃষ্ঠার পর)

প্রবাহিত ইতিহাস, খ্রিস্টবিশ্বাস, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, লোকাচার, ভাওয়াল জীবনের একাল-সেকাল, পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক চিত্রপট, শিক্ষা-ব্রতীয় আহ্বানের চিত্র, বিদেশে ভাওয়ালবাসীদের অবস্থা ও শতবর্ষের পূর্তিতে সামগ্রিক মূল্যায়ন-প্রস্তাবনা এই "শতবর্ষের অনুগ্রহ" স্মরণিকার পৃষ্ঠার পরতে পরতে উঠে এসেছে। "শতবর্ষের অনুগ্রহ" স্মরণিকা একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে রয়ে যাবে।

দুপুরের আহারের পর শুরু হয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিষয়ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন প্রাণবন্ত উপস্থাপনা ছিলো আকর্ষণীয়। এছাড়াও ঠাকুরের গীত, গ্রামভিত্তিক উপস্থাপনা, বৈঠকী গান, বিসিএসএম ও ওয়াইসিএসসের উদ্যোগে ভাওয়াল কৃষ্টি-সংস্কৃতিগত ফ্যাশন-শো ও উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান অভিবাসনের চিত্র নাটিকার আকারে উপস্থাপন ছিলো যেন একশত বছর পূর্বে ফিরিয়ে নেবার প্রচেষ্টা। সন্ধ্যায় লাকী কূপন ড্রয়ের মধ্য দিয়ে শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সমাপ্ত হয়।

দক্ষিণ ভিকারিয়ার ইতিহাস: এক সময় পাবনা জেলা ছিলো উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার। আর মথুরাপুর ধর্মপল্লী হচ্ছে উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টানদের প্রবেশদ্বার। পল গমেজ (পলু শিকারী) হচ্ছেন উত্তরবঙ্গে প্রথম ভাওয়ালবাসী। পলু শিকারী প্রথম চাটমোহর এলাকায় এসেছিলেন উথুলী ব্যাপ্টিস্ট পালকের বাবুর্চির নিমন্ত্রণে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। পরবর্তীতে তার দুই ভাই ডেংগরী ও ফেলু গমেজ মথুরাপুর ধর্মপল্লীর দক্ষিণে এবং লাউতিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তার আগমনের তারিখ বা নথিপত্রের কোন সঠিক দিন-তারিখ এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। পলু শিকারীর নেশা ছিল শিকার করা। তিনি তার বসতি লাউতিয়া থেকে কাতুলীতে যান- কাতুলী থেকে বোর্ণী ধর্মপল্লীর মানগাছা এবং মানগাছা থেকে ফিরে কাতুলীতে পুনরায় বসতি স্থাপন করেন এবং আনুমানিক ৮০ বছর বয়সে তিনি ২৩ ডিসেম্বর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সিরাজগঞ্জ, ঈশ্বরদী, পাকশী রেলওয়েতে কিছু সংখ্যক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লোক কাজ করতো। তাদের পালকীয় ও আধ্যাত্মিক যত্ন নেবার জন্য ঢাকা থেকে হলিক্রশ ফাদারগণ রেলযোগাযোগের মাধ্যমে আসতেন। হলিক্রশ ফাদারদের মধ্যে ফাদার মারিয়ার সিএসসি এবং হামাসে কেয়ারসন সিএসসি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে ডেংগরী গমেজের সাথে নাগরী ধর্মপল্লী থেকে নাগর রোজারিওসহ কয়েকজন মথুরাপুরের লাউতিয়ায় বসতি গড়ে তোলেন। নাগর রোজারিও'র আত্মীয়-স্বজন দাকু বা দাগু, তারু রোজারিও চলনবিলের ধারে বোর্ণী ধর্মপল্লীর চামটা গ্রামে বসতি গড়ে তোলেন। ১৯২৪-১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে বোর্ণী ধর্মপল্লীর পারবোর্ণী গ্রামে খাকুরিয়া রোজারিও, আন্তনী রোজারিও (কানা), ফ্রান্সিস কস্তা (নকি), বিছান্তী কস্তা (বৈরাগী), মোংলা রোজারিও (স্যানাল), নিকোলাস কস্তা (বৈরাগী) বসতি গড়ে তোলেন। এছাড়াও বিশু ক্রুশ (মোয়ালী) দিঘইর, জন রোজারিও (ভক্ত) কাশিপুর এবং আদগ্রাম ও চামটা গ্রামে কিছু পরিবার স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে আরো অনেকেই ভাওয়াল থেকে এসে মথুরাপুর, বোর্ণী ও বনপাড়াতে বসতি গড়ে তোলেন।

ভাওয়াল থেকে উত্তরবঙ্গে খ্রিস্টভক্তদের আগমনের প্রথম কয়েক বছরের ব্যবধানে গড়ে উঠেছে খ্রিস্টজনপদবহুল ৩টি ধর্মপল্লী মথুরাপুর (১৯২৫) বনপাড়া (১৯৪০) ও বোর্ণী (১৯৪৮)। পরবর্তীতে মাতৃস্বরূপা এই ধর্মপল্লীত্রয় থেকে আরো ৪টি ধর্মপল্লী গুল্টা, ভবানীপুর, ফৈলজানা, নাটোর ও গোপালপুরের জন্ম হয়েছে। যদিও গুল্টা ধর্মপল্লীতে ভাওয়ালবাসী খ্রিস্টান নেই তথাপি গুল্টা ধর্মপল্লী ও ধর্মপল্লীর অধিনস্ত কুমগ্রামের ভক্তবিশ্বাসীগণের সাথে বোর্ণী ও অন্যান্য ধর্মপল্লীগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা আজ হাজারে হাজার। ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও দলীয় কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। শুরুর দিককার সামগ্রিক অবস্থা আজ আর না থাকলেও নিজেদের ভাওয়ালবাসী পরিচয় কোনভাবেই বদলে ফেলা সম্ভব না। ১০০ বছরের এই মাহেন্দ্রক্ষণে নিজেদের ভাওয়ালবাসী বলতে কোন দ্বিধা নেই। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার এ ধর্মপল্লীগুলো যেন শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ের ভাওয়ালজনপদের আরেকটি খণ্ডিত দ্বীপ। যেখানে ভাওয়ালের একই বৈশিষ্ট্যগুলো স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

অতীতের দিকে ফিরে তাকিয়ে নিজেকে ক্ষণিকের জন্য দেখে নেওয়ার সময় এই পূর্তি উৎসব। নিজের শিকড়ের সন্ধানে নেমে নিজেকে আবার নতুন করে খুঁজে পাবার মাহেন্দ্রক্ষণ। নিজের অস্তিত্ব ও সত্তার সাথে মিশে গিয়ে আবার নবাবিষ্কারের ধারায় নিজেকে উৎসর্গ করার প্রীতিসম্ভাষণ এই উৎসব। বিশ্লেষণ-মূল্যায়ন ও খ্রিস্টের আলোকরশ্মিতে পথ চলে খ্রিস্টের মৌলিকত্ব নিজের মধ্যে ধারণ করে ভাওয়ালবাসী খ্রিস্টানুসারী মানুষ হয়ে উঠার আহ্বান জানায় উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান অভিবাসন শতবর্ষ পূর্তি উৎসব। ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে নিজেকে একাত্ম করে দেখার সুযোগ এই শতবর্ষ। শতবর্ষ ধরে ঈশ্বরের শত অনুগ্রহ উপলব্ধি করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ- কৃতজ্ঞতা জানানোর পরম উপহার ছিলো এই পুণ্য লগ্ন॥

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School
Govt. Reg. No. 23/English
(Play Group to O' Level)
Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

Admission going on
2021-2022
Main Campus (Play-O' Level)
Savar Campus: (Play-Std: VI)
Session: July 2021- June 2022
Online Class Running

Dhaka Campus
Bangladesh Baptist Church, 70-D/1, Indira Road,
(West Razabazar) Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
Website: www.wcischool.org, Contact Number: +88 02 9112949, 01989283257

Savar Campus
National YMCA International Building
B-2, Jaleswar, Radio Colony
Bus Stand (সাভার), Savar.
+8801709127850, +8801709091205

Our Facilities:
- Air Conditioned Classrooms.
- Secured with CCTV Camera.
- Wide playground and newly constructed school building.
- Use of modern teaching methodology, Computer, Multimedia, Internet etc.
- Arrangement of indoor and outdoor games.
- Special Care for slow learners.
- Extra Curricular Activities.
- Standby Power Supply.
- Limited Seats.
- School Bus Available.

You are welcome to visit the school Campus along with your kids

সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ হিসেবে
পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ-এর
অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান

সুধী,
খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। আপনারা অবগত আছেন, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস গত ১২ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকে সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ মনোনীত করেছেন। আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, সিলেট ধর্মপ্রদেশের মনোনীত শ্রদ্ধেয় বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ-এর অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান আগামী ২ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার ধর্মপ্রদেশের অস্থায়ী ক্যাথিড্রাল লক্ষীপুর ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অনেকেই উক্ত অনুষ্ঠানে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন না। তাই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে অনলাইনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

অনলাইনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ
তারিখ: ২ জুলাই, শুক্রবার, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ
সময়: সকাল ১০টা

চোখ রাখুন : www.facebook.com/weeklypratibeshi

ধন্যবাদান্তে,
কেন্দ্রিয় কমিটি, বিশপীয় অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান, সিলেট ধর্মপ্রদেশ

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

বাবা কখনো ভুলতে পারবো না তোমায়

প্রয়াত ইগ্নেসিয়াস রবিন রোজারিও

জন্ম : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৮ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
ছোট গোল্লা নাদীর বাড়ী

বাবা : প্রয়াত গাব্রিয়েল রোজারিও
মা : প্রয়াত ভমিলা রোজারিও
মনিপুরী পাড়া, ঢাকা

গত বছর ঠিক এই দিনে ১৮ জুন ভোর ৪টায় হঠাৎ করে আমাদের সকলের ভালবাসা উপেক্ষা করে তোমার চলে যাওয়াটা আমরা পরিবারের ছোট বড় কেউ মেনে নিতে পারছি না। সব সময় মনে হয় তুমি আমাদের আশে-পাশেই আছ। তোমার ছোট ছোট নাতনীরা এখনো বলে যে, করোনাভাইরাস ঐ লোকটা বাসায় চলে গেলেই আমরা দাদুকে ঘরে নিয়ে আসবো এবং এরা ফোন হাতে নিয়ে বলে বিশপ দাদুকে বলো, যিশুকে ফোন করতে যে, আমাদের দাদুকে কোন ঘরে রেখেছে। আমরা আমাদের দাদুর সাথে কথা বলতে চাই। প্রত্যেকের জন্মদিনে তারা তোমাকে স্মরণ করে।

তুমি ছিলে পরোপকারী, সৎ, সাহসী ও স্পষ্টভাষী এবং আদর্শবান একজন মানুষ। রাতে বা দিনে যে কোন মানুষ বিপদে পরলে সব সময় ঝাঁপিয়ে পড়তে। আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গে পরম পিতার কাছেই আছ। সেখান থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করো যেন আমরা তোমার আদর্শ অনুসরণ করে সামনের দিকে চলতে পারি ও পরম পিতার গৃহে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

পরিবারের পক্ষ থেকে

স্ত্রী : দীপ্তি রোজারিও

বড় ছেলে : বেঞ্জামিন জুয়েল রোজারিও || বড় বৌমা : শুক্লা রোজারিও
মেঝো ছেলে : নরেন্দ্র ফ্রিন্স রোজারিও || মেঝো বৌমা : তৃষী রোজারিও
ছোট ছেলে : পল রাসেল রোজারিও || ছোট বৌমা : শিখী রোজারিও

নাতনী : অদ্রুী, আনন্দী ও খুশী রোজারিও   নাতী : অঙ্কন ও যশোয়া

চির বিদায়ের পঞ্চম বছর

প্রয়াত ভিনসেন্ট হিরণ গমেজ

জন্ম : ৯ নভেম্বর, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ১০ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

হাসনাবাদ মিশন, রাঙ্গামাটিয়া গ্রাম, বাইশ্চারবাড়ি, ঢাকা।

স্মৃতিতে অম্লান তুমি

বাবা, আমাদের প্রিয় মহাত্মা বাবা,
আজ তুমি রয়েছ কোথায় ?
আমাদের একা রেখে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে
চলে গেলে তুমি কোন সুদূরে ?

প্রিয় বাবা,

সময়ের স্রোতে আরও একটি বছর পার হয়ে গেল। আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেদনাময় দিনটি ছিল ১০ জুন শুক্রবার, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ। তোমার শূন্যতা প্রতিক্ষণে আমাদের কষ্ট দেয়। তোমার স্নেহ, ভালোবাসা, আদর্শ, শাসন প্রতিনিয়ত অনুভব করি। তুমি ছাড়া আমরা যে বড় অসহায়। আমরা বিশ্বাস করি, এ পৃথিবীতে তুমি যে ভালো কাজ করে গেছো, তার পুণ্যগুণে পিতা পরমেশ্বর তোমাকে স্বর্গে স্থান দিয়েছেন। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো। তুমি আছো আমাদের প্রার্থনায়, ভালোবাসায়, আদর্শে হৃদয়ের মণিকোঠায়।

– তোমার আত্মার শান্তি কামনায় –

স্ত্রী : ইউফ্রেজী মঞ্জু গমেজ

বড় মেয়ে ও মেয়ে জামাই : লিডিয়া ইমেল্ডা গমেজ ও ফ্রেমন্ড শ্যামল গমেজ
মেঝ মেয়ে ও মেয়ে জামাই : রোজলীন স্মৃতি গমেজ ও ইম্মানুয়েল অপু কস্তা
বড় ছেলে ও ছেলে বউ : থিওটোনিয়াস তুষার গমেজ ও সঞ্চিতা গমেজ
ছোট ছেলে ও ছেলে বউ : জন সুমন গমেজ ও প্রিয়াঙ্কা গমেজ
নাতি নাতনীগণ : প্রিন্স, অর্ণব, অর্কিল, প্রিয়াঙ্কা, কাব্য, কথা ও কার্লিন।

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা-২২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue -22
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ২২
Regd. No. DA-33
❖ 20 - 26 June, 2021, ৬-১২ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে
তবুও শান্তি, তবুও আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।"

প্রয়াত অনিতা ডরথী গমেজ

জন্ম: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৮ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
বাঙ্গালহাওলা, তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

মা মাগো, তুমি যে আজ নিকষ কালো আঁধার ঘরে একা পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছ। বাবা ও আমরা তিন ভাই কত কথা বলছি, আক্ষেপ করছি, ডাকছি তোমায়, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? আশে পাশে সবাই রয়েছে শুধু নেই তুমি। সত্যিই কি তুমি নেই! বিশ্বাস হচ্ছে না মা। মনে হচ্ছে ঘুরে ফিরে এসে তোমাকেই দেখব। কিন্তু মৃত্যু-পর্দা যে তোমায় ঢেকে রেখেছে। হৃদয় মন হু হু করে কেঁদে ওঠে বারে বার। তোমার ভালবাসা গভীরভাবে অনুভব করছি, তোমার ভালবাসা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে হৃদয়-মন। মমতাময়ী মাগো, তুমি ছিলে ঈশ্বরভক্ত এক অনন্য স্নেহময়ী মা। তোমার আধ্যাত্মিকতা, প্রার্থনা, ত্যাগ ও সেবা আমাদের শক্তি ও অনুপ্রেরণা। তোমার প্রতিটি কথা শক্ত পিলার রূপে আমাদের রক্ষাকবজ। অসীম ধৈর্যশীল ছিলে বলে এত অসুস্থতা ও ব্যাথার মুহূর্তটিতে হাসিমুখে চলে গেলে না ফেরার দেশে। গ্রাম ও মিশনবাসী, আত্মীয়-স্বজন, সিস্টারগণ একমনে উদার চিত্তে কত প্রার্থনাই করেছে, ফাদারগণ কত খ্রিস্টযজ্ঞ উৎসর্গ করেছেন শুধু তোমার সুস্থতার জন্য। তুমি এই মহান দান নিজে না নিয়ে আমাদের জন্য খুশি মনে দিয়ে গেছ সারাটি জীবন। তোমার নম্রতা ও উদারতা মহৎ করেছে তোমায়। তাইতো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তোমার কথা মনপ্রাণ ভরে স্মরণ করছে আজ। তুমি ছিলে পরিবারের প্রাণ ও আদর্শ তাই আমাদের উপহার দিয়েছ একটি সুন্দর পরিবার।

আমাদের মা দুরারোগ্য মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ দিন চিকিৎসাধীন থেকে বিগত ২৮ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার রাত ১০টা ১৫ মিনিট এ মরণ সাগরে পাড়ি দিয়েছেন। ২৯ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার বিকাল ৪ টায় খ্রিস্টযাগ শেষে তুমিলিয়া করবস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। আমাদের শোকাভিভূত মুহূর্তে যারা প্রার্থনা, সান্ত্বনা, সাহস ও প্রেরণা দিয়ে বিভিন্নভাবে আমাদের পাশে ছিলেন তাদের প্রত্যেককে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। মায়ের জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা যাচ্ঞা করি। বিশ্বাস করি মা অনন্তরাজ্যে স্থান পেয়েছেন।

মাগো, আমাদের পাশে সর্বদা তুমি থেকো, তোমার পবিত্র ধর্মময় জীবন পথে আমাদের চালিত কর।

তোমার ভালবাসার প্রিয়জন,
স্বামী- রঞ্জন জেমস্ গমেজ
ছেলেরা- ফাদার তিমন ইন্নোসেন্ট গমেজ, সিএসসি, তোষন ইম্মানুয়েল গমেজ ও তূর্য্য ইরিনিয়াস গমেজ।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org